CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 October, 2023 ■ আগরতলা ৯ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ২১ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৩ দিনের জল উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে

নীরমহল জল উৎসবকে আকর্ষনীয় করে তোলা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। নীরমহল রাজ্যের এক আকর্ষনীয় পর্যটন কেন্দ্র। দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে নীরমহলকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। নীরমহলের অভ্যন্তরে যেসব কক্ষ রয়েছে সেগুলিরও সংস্কার করা হচ্ছে। আজ মেলাঘরের রাজঘাটে ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এ কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নীরমহল জল উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আজ দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা ও নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৬ অক্টোবর ৩ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসবের সূচনা হয়েছিল।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রুদ্রসাগরে প্রথমবার নৌকাবাইচ উপভোগ করার সুযোগ পেয়ে তাঁর অভিব্যক্তির কথা তুলে ধরে বলেন, দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা ও নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা এই উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করেছে। নীরমহল জল উৎসবকে আগামী দিনে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে সরকার উদ্যোগ নেবে। তিনি বলেন, রাজন্য আমলের নীরমহলকে বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস (দত্ত), বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়, সমাজসেবী শিবু পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ। উপস্থিত অতিথিগণ অনুষ্ঠানে ৩ দিনব্যাপী উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মনসামঙ্গল, সাঁতার ও নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

১০ ফুটের কিং কোবরা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ অক্টোবর।। বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের ইন্দিরা নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গাবতলী এলাকার লোকালয়ে দেখা মিললো কিং কোবরা,যদিও বা সচারাচর এদের দেখা পাওয়া যায়না ,জঙ্গলে থাকতে পছন্দ করে, হঠাৎ কিং কোবরা দেখে চাঞ্চল্য জনমনে, শনিবার গভীর রাতে ইন্দ্রিরা নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাবতলী এলাকায় আগমন কিং কোবরা নামক সাপটি , এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই উৎসুক জনতার ভিড়ও লক্ষ্য করা যায়,খবর দেওয়া হয় পুলিশ , বিএসএফ ও তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের কর্মীদের ,খবর পেয়ে ছুটে আসে গাবতলী এলাকায়। কিং কোবরাকে ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করেও আয়ত্বে আনা যাচ্ছিল না। কাছে যেতেই ফনা তুলে তেড়ে আসে আর এদিক ,ওদিক ছোটাছুটি করছে কিং কোবরা। দীর্ঘ চার ঘন্টারও বেশি সময় ধরে অবশেষে তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের জালে ধরা পরে কিং কোবরা। তৃষা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অস্থায়ী দোকান উচ্ছেদ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ অক্টোবর।। ভগবাননগর ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় একটি অস্থায়ী দোকান উচ্ছেদ করা নিয়ে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে গোটা এলাকায়। জানা যায় যে ওই এলাকার বাসিন্দা আজাদ আলী বিগত এক বছর ধরে ওই এলাকায় পূর্ত দফতরের জায়গার মধ্যে একটি অস্থায়ী দোকান খুলে রেখেছেন। অভিযোগ ওই একই এলাকার এক ব্যক্তি বিগত কয়েক মাস পূর্বে কৈলাশহরের মহকুমা শাসকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জানান যে আজাদ আলীর অস্থায়ী দোকানটি উনার জায়গার একটি অংশের মধ্যে পড়েছে। তাই জায়গাটি উদ্ধার করার জন্য আবেদন জানান মহকুমা শাসকের কাছে। অভিযোগ মূলে রবিবার কৈলাশহর থানার পুলিশ এবং কৈলাশহর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম মতিরঞ্জন দেববর্মা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইনজীবীদের সম্মেলনে

দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র আক্রান্ত ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমের উপর প্রচন্ডভাবে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে বর্তমান সরকার। যেমন বর্তমানে ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং ওয়েব মিডিয়া পরিচালনা করছেন বড় অংশের কর্পোরেটর এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। কিন্তু তার উর্দে উঠতে যারা সরকারের কার্যকলাপ জনগনের কাছে তুলে ধরছে তাদের উপরে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে''। রবিবার আগরতলা টাউন হলে অল ইন্ডিয়া লয়ার্স ইউনিয়নের ১৬ তম সম্মেলনে এই কথা বললেন পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবচাইতে জনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল একটা সরকার দেশে বর্তমানে ক্ষমতায় আছে। এ সরকার গোটা দেশে একটা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এ সরকারকে পেছন থেকে সহযোগিতা করছে আরএসএস। এমনটাই অভিযোগ করেছেন তিনি এদিন।

তার কথায়, তারা দেশের মানুষের স্বার্থে কোন কাজ না করে বিশাল পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। যার ফলে এই সরকারের আমলে কৃষকরা ফসল উৎপাদন করতে পারছে না, শ্রমিকরা ছাটাই হচ্ছে, কর্মসংস্থানের চরম অভাব সৃষ্টি হয়েছে। অনাহারে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। ব্যতিক্রম নয় রাজ্য। রাজ্য একই অবস্থা চলছে। এগুলি নিয়ে প্রতিবাদ করলে মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেন মানিক সরকার। এদিন তিনি বলেন গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ ঠিক নয়। এ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে লড়াই, সংগ্রাম ছাড়া আর বিকল্প কোন হাতিয়ার নেই। এই হাতিয়ারের উপর ভর করে দেশ থেকে এ সরকারকে উৎখাত করার ডাক দিলেন মানিক সরকার। আয়োজিত এদিনের সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রমেন্দ্র দেবনাথ, অভিজিৎ ঘোষ সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব।

পথে বলি হলেন অবসর প্রাপ্ত সিডিপিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ অক্টোবর।। আবারো পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক অবসরপ্রাপ্ত সি ডি পি ওর। মৃত ব্যক্তির সুনীল পাল ।বয়স আনুমানিক ৬৫।সংবাদে প্রকাশ আজ সকালে প্রাত:ভ্রমণ করে সকাল আনুমানিক সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে উদয়পুর আগরতলা জাতীয় সড়ক ধরে নিজের স্কুটি চালিয়ে বাগমা যাচ্ছিলেন। সুনীল বাবুর আসল বাড়ী বাগমা বারোভাইয়া এলাকায়।বর্তমান ঠিকানা উদয়পুর রাজারবাগ স্থিত পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। উনি একজন কবি ও লেখক ছিলেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ উদয়পুর মহকুমার বাগমা পুলিশ ফাঁড়ি থানার অধীনে বাগমা ফরেস্ট বিট অফিস সংলগ্ন আগরতলা - সাব্রুম জাতীয় সড়কের ওপর টি আর-০৩ -এফ-৫১৫৯ নাম্বরের স্কুটিটিকে একটি অজ্ঞাত পরিচয়ের গাড়ি ধাক্কা দিয়ে স্কুটিটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাহায্য চাইছে তালিবান

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ২০০০

কাবুল, ৮ অক্টোবর (হি.স.): ভয়াবহ ভূমিকম্পে একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কমপক্ষে ২০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৬০০-রও বেশি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইরান সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল পশ্চিমের শহর হেরাত। ৬ দশমিক ৩ মাত্রার ও আরও দু'টি ভূকম্পনের জেরে বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ। ৬টি গ্রাম একেবারে মাটিতে মিশে গিয়েছে। এই দুঃসময়ে সাহায্য চাইছে তালিবান।

হেরাতের বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিভাগের প্রধান মোসা আসারি জানিয়েছেন, পরপর তিনবার জোরালো মাত্রায় কম্পনের ফলে বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়েন। এদের মধ্যে মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক মানুষেরা রয়েছেন। আহতদের উদ্ধারে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শনিবারের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ২ হাজার পেরিয়েছে এবং আরও ৬০০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা - দেওঘর এক্সপ্রেসে সোনার বিস্কুট উদ্ধার, ধৃত এক

বঙাইগাঁও (অসম), ৮ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটির পর নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনেও জনৈক যাত্রীর হেফাজত থেকে সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করেছে জিআরপি। আজ রবিবার বেলা ১:২০ মিনিটে সাপ্তাহিক আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেসে তালাশি চালিয়ে মোট ৫৮০ গ্রাম ওজনের পাঁচটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে বিপিন কুমার নামের এক রেল যাত্রীকে। বিপিন বিহারের বসিন্দা।

নিউ বঙাইগাঁও জিআরপি থানার ওসি সঞ্জীব চৌধুরীর নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়েছিল। আজই সকালে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে এই আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেসে রুটিন তালাশিতে ১৩ কিলোগ্রাম ওজনের সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে অমরনাথ অশোক সাওন্ত নামের এক পাচারকারীকে।জিজ্ঞাসাবাদে এই ট্রেনের নির্দিষ্ট এক কামরা এবং সিট নম্বরের যাত্রী বিপিন কুমারও সোনা নিয়ে যাচ্ছে বলে গুয়াহাটির জিআরপি অফিসারের কাছে বয়ান দেয় অমরনাথ সাওন্ত। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গুয়াহাটির জিআরপি কর্তৃপক্ষ নিউ বঙাইগাঁও জিআরপি থানার ওসি সঞ্জীব চৌধুরীকে বিষয়টি জানান।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহ শিক্ষকের মারে গুরুতর ছাত্র ঃ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। গৃহ শিক্ষকের মারে গুরুতর আহত অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্র। বর্তমানে ছাত্রটি গোমতি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে ওই গৃহ শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা যায়, নতুন বাজার সুকান্ত কলোনী এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ বণিকের ছেলেকে বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনা করায় অরবিন্দ কলোনী এলাকার বাসিন্দা তথা গৃহ শিক্ষক প্রসেনজিৎ দেবনাথ। গত এক বছর যাবত সে কৃষ্ণ বণিকের বাড়িতে গিয়ে উনার ছেলেকে পঠন-পাঠন করাচ্ছে। কিন্তু পরিবারের লোকেদের অভিযোগ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সম্পদ কর, বিদ্যুৎ মাশুল সহ নাগরিক সমস্যা নিয়ে সরব বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। রাজ্যে বর্তমান সময়ে সাধারন মানুষের সমস্যা সম্বলিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বিরোধী শক্তির অস্তিত্বের জানান দিলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। সম্পদ কর, বিদ্যুৎ মাশুল, প্যান কার্ড আঁধার ও কার্ড সংযুক্তিতে ১০০০ টাকা প্রদান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এদিন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে, প্যান ও আধার লিঙ্ক বাবদ হাজার টাকা আদায়ের ঘটনায় প্রতিবাদ করলেন বিরোধী দলনেতা। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিংক করার ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা জনগণের কাছ থেকে আদায় করার প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন ২০ টাকা থেকে ৫০ টাকা মধ্যে প্রয়োজন বিশেষে এই পরিষেবা বাবদ অর্থ আদায়ের করতে। তার কথায়, কিছুদিন পরপর বিভিন্ন নথিপত্রের নামে লাইনে দাঁড়িয়ে নাজেহাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে। তার মধ্যে প্যান কার্ড এবং আঁধার কার্ড লিঙ্ক করার ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণকে এক হাজার টাকা নিজের পকেট থেকে দিতে হচ্ছে। যার ফলে চরম আর্থিক হেনস্থার মুখে পড়ছে সাধারণ মানুষ।

বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা অভিযোগ করে বলেন, যেসকল পরিবারে পাঁচ জন মানুষের প্যান কার্ডের সাথে আধার কার্ড লিঙ্ক করতে হবে সেই পরিবারগুলিকে ৫০০০ টাকা দিতে হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যের সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে বলে এদিন দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা।

তিনি আরো বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক নয়। সেই কারণে তার কথায়, যদি প্রয়োজন হয় প্যান কার্ডের সাথে আধার কার্ডের লিংক করার তাহলে ন্যূনতম টাকার বিনিময়ে এই পরিষেবা জনগণকে প্রদান করতে হবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিটি সাধারণ মানুষের এই হয়রানির চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরলেন বিরোধী দলনেতা। সরকারের প্রতি আহ্বান রাখেন এই পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ আদায়ের বিষয়টি সরকার মানবিকতার সাথে বিচার করুক।

তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, সরকার বিদ্যুৎ পরিষেবা মানুষকে সঠিকভাবে দিতে না পারলেও বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করেছে। এ বিষয়টা নিয়ে তিনি প্রতিবাদের সুরে বললেন শহরাঞ্চলে চলছে লোড সিডিং। বিদ্যুৎ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক শুধু অন্নদাতা নন তারা রক্তদাতাও ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ অক্টোবর।। মন্ত্রী রতনলাল নাথের উপস্থিতিতে রবিবার কোয়াইফাং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক রক্তদান শিবির।

শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কোয়াইফাং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রগতি ফার্মাস ক্লাবের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজকের এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। উদ্বোধকের পাশাপাশি আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, প্রদীপ বরন রায় অল ত্রিপুরা ফার্মাস ক্লাবের ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি ও ভারতীয় জনতা পার্টি কিষান মোর্চার প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক, জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিজেপির দক্ষিন জেলার সহ সভাপতি চেথই মগ সহ অন্যান্যরা।

আজকের এই রক্তদান শিবিরে মোট ৪৫ জন রক্তদান করেন। আজকের রক্তদান শিবির সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানাতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান আগে সকলে জানতো কৃষকরা অন্নদাতা বর্তমান সময়ে আজকের দিনে জানা যাচ্ছে কৃষকরা রক্তদাতা। রক্তের কোনো বিকল্প ব্যাবস্থা নেই তাই রক্তসংকট মেটাতে সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। আগে জনজাতি অংশের লোকজনেরা রক্তদানে ভয় পেতো। আজকের এই রক্তদান শিবিরে জনজাতি

অংশের লোকজনেরা রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অস্ত্র দেখিয়ে গৃহস্থের হাত-পা বেঁধে মানিক্যনগরে রহস্যজনক ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। রাজ্যে চুরি,ডাকাতির, ছিনতাই অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়েছে।বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে চোরের দল সীমান্ত পেরিয়ে এপারে আসে চুরি বা ডাকাতি করে আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। সীমান্তের ঢিলেঢালা নিরাপত্তার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের ডাকাতের দল এপারে এসে বিনা বাধায় চুরি ডাকাতি চালিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢুকছে তারা। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকার মানুষ এখন আতঙ্কিত। সীমান্তে কাঁটাতার বেড়া কেটে চোরের দল এপারে আসছে। পুলিশ যেমন শীতঘুমে তেমনি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।রাতের বেলা সীমান্ত ছেড়ে তারা অন্য কাজে ব্যাস্ত থাকে।ফলে মওকা পেয়ে ডাকাত দল অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এপারে আসে।জানা যায় প্রথমে ডাকাতের দল বাড়ির মূল গেটের তালা ভেঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ করে।পরে ডাকাতের দল আব্দুল আলীমের ছেলে মনির হোসেনের ঘরের তালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে তার হাত-পা বেঁধে অস্ত্র ধরে সমস্ত জিনিসপত্র লুটপাট করে, পরে তার বাবা আব্দুল আলীমের ছেলেকে দিয়ে দরজা খুলে ঘুম থেকে ওঠিয়ে হাতপা- মুখ বেঁধে ঘরের সমস্ত স্বর্ণালংকার নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয় ডাকাত দল।রোমহর্ষক এই ঘটনাটি ঘটে কলমচৌড়া থানাধীন মানিক্যনগর পূর্বপাড়া ৬ নং ওয়ার্ড এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার রাত আনুমানিক এক ঘটিকার সময় মানিক্যনগর পূর্বপাড়া আব্দুল আলীমের বাড়িতে ডাকাতি করার জন্য এক সশস্ত্র ডাকাত দল হানা দেয়। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, ডাকাত দল দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে প্রথমে হাত-পা বেঁধে পাঁচ ভরি স্বর্ণ অলংকার এবং নগদ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে যায়। তাছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় কাপড় বিভিন্ন নথিপত্র নিয়ে যায় ডাকাত দল।বাড়ির সদস্যরা জানিয়েছেন ডাকাত দল প্রায় ১০-১২ জনের একটা টিম ছিল।তার মধ্যে ঘরে পাঁচ থেকে ছয় জন প্রবেশ করে।বাকিরা বাহিরে মুখ বাধা অবস্থায় ছিল।এই হিংস্র ডাকাত দলের কাছে ধারালো দা,ছুঁড়ি,বোজালি,পিস্তল সহ সবকিছুই ছিল।ঘরে ঢুকে পুরুষ লোকদের হাত পা বেঁধে ঘরের সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায় জন্য বলে।না দিলে প্রানে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।বাড়ির মালিক আব্দুল আলিম ধারালো অস্ত্র

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৮ ▫ ৯ অক্টোবর ২০২৩ ইং ▫ ২১ আশ্বিন ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

উৎসবের আগেই ভাড়া বাড়াইল উড়ান

শুভ হইয়া গেছে পূজার মরশুম। অফিস আদালত স্কুল কলেজ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লোকজনরা পূজার ছুটিতে সপরিবারে কোথাও বেড়াতে যাইবেন, কেউবা উন্নত চিকিৎসার জন্য বহির রাজ্যে ছুটিতে, আবার ছাত্রছাত্রীরা পূজার ছুটিতে বাড়িঘরে ফিরিয়া আসিবেন। বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙ্গালীদের কাছে এই পূজার মরশুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্প সময়ে যাতায়াতের জন্য বিমান পথ খুবই সহজ। অনেকেই বিমানে যাতায়াত পছন্দ করেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া বিমান সংস্থাগুলি বিমান ভাড়া নানা অজুহাতে এক লাফে অনেকটাই বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহাতে জটিল সমস্যায় পড়িয়াছে বিমান যাত্রীরা। এসব বিষয়ে সরকারের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ নাই বলিলেই চলে। বিমানের মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে জানতে চাইলে বিমান সংস্থাগুলি সরকারের উপর অতিরিক্ত কর আদায়ের অভিযোগ তুলিয়া নিজেদের দায়ভার এরাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

পুজোর মরশুমে সাধারণত মানুষ টানিতে নানান ছাড়-সুবিধার দরজা খুলিয়া দেয় বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থা। দুর্গাপুজো শুধু বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবই নয়, রহিয়াছে, দীপাবলি, জগদ্ধাত্রী পুজো সহ একের পর এক পুজো আর দফায় দফায় ছুটির আমেজ। কয়েকদিনের মধ্যেই ছুটি পড়িতে চলিয়াছে স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাছারি। হাতে সময় কম থাকিলে দূরের গন্তব্যস্থলে পর্যটকদের বিমানে যাত্রাই প্রথম পছন্দ। আর বিমান যাত্রার খরচই হইতে চলিয়াছে মহার্ঘ্য। জ্বালানির দাম বাড়ায় বাড়িয়া গেল বিমানের খরচ। ইন্ডিগো উড়ান সংস্থা বিমান ভাড়ার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে ফুয়েল চার্জ। যাহার জেরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়ায় ৩০০ থেকে এক হাজার টাকা অরিরিক্ত খরচ হইতে পারে বিমানযাত্রীদের। অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের খরচ বাড়িবার কারণেই বিমান সংস্থাগুলি রাতারাতি ভাড়া বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে। তবে শুধু ইন্ডিগোই নয়, অন্যান্য এয়ারলাইন্সগুলিও বিমান ভাড়া বাড়ানোর পথেই পা বাড়াইতেছে বলিয়া খবর। ইন্ডিগো ৫০০ কিলোমিটার দূরত্বে সংস্থাটি বিমানের ভাড়ার সঙ্গে ৩০০ টাকা অতিরিক্ত যুক্ত করিবে। ৪০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত যুক্ত হইবে ৫০১ থেকে ১০০০ কিলোমিটার দূরত্বের ক্ষেত্রে। আবার ৫৫০ টাকা বাড়তি দিতে হইবে ১০০১ থেকে ১৫০০ কিলোমিটার দূরত্বের বিমানযাত্রায়। অন্যদিকে, ১৫০১ থেকে ২৫০১ কিলোমিটার দূরত্বের যাত্রায় দিতে হইবে ৬৫০ টাকা এবং ৮০০ টাকা দিতে হইবে ২৫০১ থেকে ৩৫০০ কিলোমিটারের যাত্রায়। ৩৫০১ কিলোমিটার বিমানযাত্রায় ১০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ বাড়িবে।যদিও বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই অ্যাভিয়েশন ট্রাফিক ফুয়েলের উপর ভ্যাট কমাইয়াছে। তারই মধ্যে দিল্লির মতো বেশ কয়েকটি রাজ্যে এখনও উচ্চহার অব্যাহত। অ্যাভিয়েশন ট্রাফিক ফুয়েলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গেই রহিয়াছে রাজ্য এবং কেন্দ্রের মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক। ফলে বাধ্য হইয়াই বিমান ভাড়া বাড়াইতে হইতেছে বলিয়া জানাইয়াছে উড়ান সংস্থাগুলি। আবার ভারতের বেসরকারি বিমান সংস্থা যেমন গো এয়ার, আকাসা, ইন্ডিগোর একাধিক বিমান ইঞ্জিন বিকল হওয়া সহ একাধিক ইস্যুতে অচল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহার বড় প্রভাবও পড়িয়াছে বিমানের ভাড়ায়।

ভয়াবহ ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড আফগানিস্তান; মৃত্যু বেড়ে ১৮০, আহত ৬০০-রও বেশি

কাবুল, ৮ অক্টোবর (হি.স.): ভয়াবহ ভূমিকম্পে একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কমপক্ষে ১৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৬০০-রও বেশি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইরান সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল পশ্চিমের শহর হেরাত। ৬ দশমিক ৩ মাত্রার এই কম্পনের জেরে বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ।

হেরাতের বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিভাগের প্রধান মোসা আসারি জানিয়েছেন, পরপর তিনবার জোরালো মাত্রায় কম্পনের ফলে বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়েন। এদের মধ্যে মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক মানুষেরা রয়েছেন। আহতদের উদ্ধারে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। হেরাতের আঞ্চলিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবারের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ১৮০ পেরিয়েছে এবং আরও ৬০০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকে ভারতের বায়ুসেনা বাহিনী : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারতের দুর্জয় বাহিনী ভারতীয় বায়ুসেনাকে প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতীয় বায়ুসেনাকে কুর্নিশ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক শুভেচ্ছা-বার্তায় জানিয়েছেন, 'বায়ুসেনা দিবসে আমাদের সমস্ত বিমান যোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে শুভেচ্ছা! আমাদের বিমান বাহিনী আরও উচ্চতা অতিক্রম করছে।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্স মাধ্যমে আরও জানিয়েছেন, 'দেশ এমন একটি শক্তিশালী, সাহসী এবং গতিশীল বিমান বাহিনী নিয়ে গর্বিত যা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকে। আমি আমাদের অনুপ্রেরণাদায়ী বীরদের স্যালুট জানাই, যারা শুধুমাত্র আকাশ রক্ষা করেন না মানবিক সহায়তার জন্যও এগিয়ে থাকেন।'

যুদ্ধ ও শান্তির সময় দেশের স্বার্থকে নিষ্ঠার সঙ্গে সুরক্ষিত করেছে বায়ুসেনা : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি.স.): প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতীয় বায়ুসেনাকে কুর্নিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতীয় বায়ুসেনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, যুদ্ধ ও শান্তির সময় সর্বদা দেশের স্বার্থকে নিষ্ঠার সঙ্গে সুরক্ষিত করেছে বায়ুসেনা।

রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ লিখেছেন, বায়ুসেনা দিবসে সমস্ত বিমান যোদ্ধাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইস্পাতের ডানা এবং সাহসী হৃদয় দিয়ে, ভারতীয় বায়ুসেনা যুদ্ধ এবং শান্তির সময় দেশের স্বার্থকে নিষ্ঠার সঙ্গে সুরক্ষিত করেছে। এই উপলক্ষ্যে আমি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁদের অমূল্য সেবা এবং আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করছি।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে

মানিক মজুমদার

প্রকৃতিকে উপভোগ করা, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে আত্মিক বন্ধন গড়ে তোলা ও তাদের সমাজ-সংস্কৃতি জীবন যাত্রার সাথে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ আমরা কিশোর বয়স থেকেই। সে আগ্রহ সার্থক করতে এ যাবৎ বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছি। উপভোগ করেছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এবং মানুষের বিচিত্র জীবনপ্রণালী। সাহিত্য সংগঠন পরিচালনা ও সাহিত্য চর্চার সুবাদে দেশ-বিদেশের অনেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে আমাদের বিনি সুতোর বন্ধন গড়ে ওঠেছে। পত্র সাহিত্য ও মোবাইলের মাধ্যমে আন্তরিক আলোচনায় একে অন্যের মন মানসিকতা সম্পর্কে অনেকটা জ্ঞাত হতে পারি। সাক্ষাৎ পরিচয় না হলেও অনেকের সাথেই আত্মিক বন্ধন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সাক্ষাতে নামের পরিচয়েই মুহূর্তে মিশে যাই একে অন্যের প্রাণে। এভাবে বহু অঞ্চলে গিয়ে প্রাণের টানে মনের মানুষ পেয়ে মনের আনন্দে কাটিয়েছি অচেনা-অজানা জায়গায় নতুন আনন্দে জীবনের কয়টি দিন।

আমাদের সংগঠনের জীবন সদস্য বহু গ্রন্থ প্রণেতা শাহমো: আবু রায়হান আল বেরুনী ভাই বর্তমানে বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর সাহিত্যের চোখ দিয়ে পাহাড় ঝর্ণাধারা বেষ্টিত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপলব্ধি করে বেশকিছুদিন যাবৎ আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন রুমা ভ্রমণের। তাঁর আমন্ত্রণে বারবারই ব্যক্ত হয়েছে 'দার্জিলিং-নেপালের সৌন্দর্য এই রুমাতে পাবেন। একবার আসুন সত্যি ভালো লাগবে আপনার। না দেখলে বিশ্বাস হবে না আমাদের বাংলাদেশে এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে। আমি রুমায় থাকতে একবার কয়েকজন মিলে চলে আসুন।' তাঁর আন্তরিক আমন্ত্রণে সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম বান্দরবান জেলাসহ রুমা ভ্রমণের। কিন্তু নভেম্বর-ডিসেম্বর ৫ মাসে বাংলা ভাই ও তার দোসরদের সিরিজ বোমা হামলাসহ বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার নানাবিধ ঘটনায় সহসাথীরা মানসিকভাবে ভীত হয়ে যেতে রাজি হলো না। কয়েকবার তারিখ জানিয়েও যেতে না পারায় বেশ আশাহত হলাম। কিন্তু আমার ছোটবেলা থেকে মুদ্রাদোষ কিছু করব কিংবা কোথাও যাবো সিদ্ধান্ত নিলে যত সমস্যাই হোক সেটা সফল না করা পর্যন্ত আত্মতৃপ্তি তো পাইই না, অস্বস্তিতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। ইতোমধ্যে কক্সবাজার থেকে আরেকজন আত্মীয় বিজন বিশ্বাস মোবাইলে তার বাড়িতেও যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। কয়েকদিন তার সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলে বেশ প্রীত হলাম। তিনি আমার জন্য মিঠা জলের মাছ (মাগুর, কৈ, ইলিশ, চিংড়ি..) সংগ্রহ করে ফ্রিজে রেখে মোবাইল করলেন শীঘ্রই যাওয়ার জন্য। মনটা এবারে আরো উৎসুক হয়ে উঠলো। বিগত প্রায় ২০ বছর আগে শিক্ষা সফরে বন্ধুদের সাথে চিটাগাং, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, টেকনাফসহ পাশের অঞ্চলগুলোতে বেড়িয়ে এসেছি। পরবর্তীতে ওই অঞ্চলে আর যাওয়া হয়নি। অন্যান্য অঞ্চলের প্রতি আগ্রহটা বেশি ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও গিয়েছি প্রাকৃতিক সৌদর্য উপভোগে।

ডিসেম্বর মাসে সন্তানদের স্কুল বন্ধ, ব্যবসায়িক চাপও কম তবুও সঙ্গীদের সিদ্ধান্তহীনতায় যেতে না পারায় অবশেষে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে' এ আদর্শকে পাথেয় করে ২৫ জানুয়ারি'০৬ বুধবার দুপুর ৩টার পাবনা এক্সপ্রেসে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলাম। রাত ৯টার দিকে গাবতলী পৌঁছে এস আলম কাউন্টারে গিয়ে রাত ১০-৩০ মিনিটের কোচে কক্সবাজার যাওয়ার টিকিট কিনলাম। রাতের হালকা খাবার খেয়ে বাসে উঠলাম। পরিচিত সফর সঙ্গীও জুটে গেল। বেশ আনন্দে গল্প করতে করতে দূর পাল্লার যাত্রা চলল। কুমিল্লা ক্যান্টিনে বাস থামলে চা নাস্তা খেয়ে আবার বাসে উঠলাম। রাতের অন্ধকার ও কুয়াশা ভেদ করে দ্রুত ছুটে চললো বাসটি। ভোর ৬টায় কক্সবাজার (চকোরিয়া) পৌঁছে ঠিকানা অনুযায়ী রিকশা নিয়ে পৌঁছুলাম সে বাড়িতে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন তিনি। ফ্রেস হয়ে নাস্তা খেয়ে ঘুম দিলাম। বেলা ১২টার দিকে পোশাক পড়ে ব্রিটিশ টোব্যাকো পরিচালিত দিশারী মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা কেন্দ্রে গেলাম। সেখানের সার্বিক পরিবেশ ও শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম। তাদের নিয়ে ছবি উঠলাম, শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। মৌলিক শব্দটির যথার্থতা খুঁজে পেলাম। সন্ধ্যায় বেরিয়ে চকোরিয়া প্রেস ক্লাব ও স্থানীয় পত্রিকাসহ ব্যুরো অফিসগুলোর সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং মতবিনিময় করে রাতে বাসায় ফিরলাম।

পরদিন শুক্রবার দুপুরে খাবার খেয়ে সবাই মিলে বের হলাম 'বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক' দর্শনে। মাইক্রোতে আমরা চারজন পৌঁছুলাম পার্কে বেলা চারটে নাগাদ। সেখানে দেখি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস, মাইক্রো নিয়ে শিক্ষা সফর ও পিকনিকে অনেকেই এসেছেন। প্রচুর জনসমাগম। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরলাম, বিভিন্ন জীবজন্তু দেখলাম, ছবি তুললাম, ক্যান্টিনে বসে চা-নাস্তা করলাম। বিরাট কাঠের সেতু অতিক্রম করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। তারপর আবার বাড়ির উদ্দেশে মাইক্রো নিয়ে ছুটলাম। চকোরিয়া এসে মনে হলো দুপুরে কথা দিয়েছিলাম দিশারী মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রী দিনাকে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাব।

রিকশা নিয়ে সবাই মিলে বেশ খুঁজে দিনাদের বাড়িতে গেলাম। তাদের বাড়ির সবাই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমাদের বরণ করলেন ও বিভিন্ন রকমের ফল, পিঠা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। তাদের আন্তরিক আতিথেয়তা সত্যিই স্মরণীয়। রাতে বাসায় ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে খাবার সেরে ঘুমালাম।

পরদিন ছুটলাম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ভ্রমণের উদ্দেশে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য পাহাড়, গাছপালা দেখতে দেখতে বেলা ১২টা নাগাদ সাগর পাড়ে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু রৌদ্রের চমক অপরদিকে নীরব নিথর সমুদ্র দেখে তৃপ্তি পেলাম না। সমুদ্রের গর্জন, ঢেউ না থাকলে কি সমুদ্র মনে হয় বলুন তো? সাগর পার থেকে উঠে এসে একটি অটো রিজার্ভ করে নিয়ে ছুটলাম হিমছড়ি'র উদ্দেশে। দু'পাশের সারিবদ্ধ ঝাউগাছ আর অপরূপ পাহাড়ি পরিবেশ দেখে মনটা ভরে উঠল। পূর্বে যদিও সমুদ্রের পাশ দিয়ে বালুর ওপর দিয়ে ফোর হুইল জিপ গাড়িগুলি চলতো এখন পর্যটনের উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন পিচঢালা পথ তৈরি হচ্ছে। সেই নির্মাণাধীন পথ দিয়েই আমরা চলছি। সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এক সময় অটো থেমে গেল, পাশেই নজরে পড়ল হিমছড়ি পিকনিক স্পট লেখা সাইবোর্ড। অটো থেকে নামতেই কয়েকজন শিশু কিশোর এসে ঘিরে দাঁড়াল, 'স্যার আমারে নেন, আমি আপনারে সব দেখামু, ছবি তওল দিমু।' সবার একই কথা, তন্মধ্যে একটু বড় দেখে একজনকে নিয়ে জনপ্রতি দশ টাকা মূল্য দিয়ে টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

প্রথমেই গেলাম ঝর্ণাধারার কাছে, কিন্তু সরুপথে বেগহীন ঝর্ণাধারা দেখে মনটা ভরল না। চারিদিকে মাথা উঁচু করে পাহাড় দেখলাম, কয়েকটি ছবি তুললাম। তারপর ঘুরে এসে সম্প্রতি নির্মিত সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে লাগলাম। কিছুদূর খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাঁপিয়ে উঠলাম। মাঝে মধ্যে দম নেয়ার জন্য কৃত্রিম ছাতাঘর তৈরি করা আছে। সেখানে বসারও ব্যবস্থা আছে। কয়েকবার এভাবে দম নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুলাম। কাছের জল ফুরিয়ে গিয়েছিল, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পরলাম। তখন গাইড বলল- স্যার ওই রেস্টহাউসের ক্যান্টিনে পানি, ঠাণ্ডা পাবেন। সেখানে গিয়ে ভাগ্যগুণে মাত্র একটি সেভেনআপ পেলাম ছোট বোতল। তাই নিয়ে দুজনে গলাটা ভিজিয়ে কয়েকটি ছবি তুলে গাছের ছায়ায় বসে প্রকৃতিকে উপভোগ করলাম। দূরে সমুদ্রের বিশাল ঢেউ আমাদের ডাকতে লাগল। আবার ধীরে ধীরে নেমে নিচে এসে ঠাণ্ডা পানি আর খিরা খেয়ে আবারো অটোতে চেপে ফিরে এলাম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ধারে। সেখানে গোধূলি লগনে সাগরের অপরূপ সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করে সন্ধ্যার পর এস আলম গাড়িতে ফিরলাম চকোরিয়া। মনটা পরে আছে বান্দরবানের সৌন্দর্য উপভোগের আশায়। কিন্তু যাঁর আমন্ত্রণে গেলাম সেই (ইউ এন ও, রুমা) শাহমো: আবু রায়হান আল বেরুনী ভাইকে এখনো মোবাইলে পাইনি। নতুন জায়গা যোগাযোগ না করে যেতে কেমন লাগছে। হঠাৎ বুদ্ধি এলো ভাইতো ভাবীর মোবাইল নম্বরটা দিয়েছিল, দেখি তো সেখান থেকে কোনো যোগাযোগের মাধ্যম পাওয়া যায় কি না। রাতে ভাবীকে কল দিতেই তিনি জানালেন, হ্যাঁ, আপনার ভাইতো এখন রুমাতেই আছেন। আজ জেলা সদরে থাকার কথা। আগামীকাল মিটিং আছে। কাল সকালে আমার সাথে ফোনে কথা হবে, তখন আপনার কথা বলব। মনে একটু স্বস্তি নিয়ে ঘুমালাম। পরদিন সকালে বেলা ১১টার দিকে মোবাইল বাজতেই রিসিভ করে জানলাম।

'ইউএনও ভাই বান্দরবান সার্কিট হাউসে আছেন। মিটিং সেরে দুপুরে ২-৩টা পর্যন্ত বিশ্রাম নেবেন। বান্দরবানে তো মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। ওই সময় ফোন করলে পাওয়া যাবে।' নম্বরও দিলেন। আমি দুপুরের খাবার সেরে পাশেই টেলিফোন বুথে গিয়ে ওই নম্বরে ফোন দিতেই তিনি রিসিভ করলেন। পরিচিত কণ্ঠস্বর দীর্ঘদিন পরে হলেও উভয়ের চিনতে অসুবিধা হলো না। তিনি বললেন, আপনি আজ বিকালেই চলে আসুন। সার্কিট হাউসে আমি আপনাদের রুম রাখছি। রাতে এখানে থেকে সকালে আমার সাথে গাড়িতে একত্রে রুমা যাবো। আত্মীয়ের বাসায় ফিরে ব্যাগটা গুছিয়ে ৪টার পূর্বাণী কোচে বান্দরবানের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। দুই ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম, পাহাড়ের ওপরে সার্কিট হাউসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই ইউএনও সাহেব পৌঁছলেন। শুভেচ্ছা বিনিময় করে রুমে গেলাম। রুমে ফ্রেস হয়ে গল্প করে বিশ্রাম নিলাম।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে যাত্রা করলাম কাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে। পাহাড়ি পথে এঁকে বেঁকে গাড়ি চলছে, কখনো ঊর্ধ্বমুখী কখনো নিম্নমুখি গতিতে। আমি অনুভব করছি স্মৃতির দার্জিলিং ভ্রমণের দিনগুলো। কিছুদূর যাওয়ার পর জানলাম আমরা ক্রেউক্রাডাং পাহাড়ে যাচ্ছি। সত্যি ধীরে ধীরে বড় বড় গাছ, পাহাড়গুলো ছোট হয়ে নিচে চলে যাচ্ছে, আর আমরা উপরে উঠছি। এভাবে একসময় পৌঁছলাম সেই সর্বোচ্চ পাহাড়ে। চারিদিকে সৌন্দর্য উপভোগ করে মুগ্ধ হয়ে বললাম 'আমার নিজের দেশে প্রকৃতির এত সৌন্দর্য থাকতেও আমরা পাসপোর্ট ভিসাসহ নানান খরচ ও পথের ক্লান্তি সয়ে ভারতে যাই কেন? পর্যটন কর্পোরেশন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, আর আবাসনের সুব্যবস্থা করলে, টেলিভিশনে সচিত্র প্রচার করলে মানুষ আকৃষ্ট হবেই। সমতল ভূমির মানুষদের জন্য বান্দরবানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কল্পনার রাজ্য।

পাহাড় থেকে নেমে আঁকাবাঁকা পথ ধরে এক সময় আমরা পৌঁছালাম রুমা উপজেলার সাঙ্গু নদীর তীরে। অর্ধ নির্মিত সেতু ক্ষমতা বদলের জটে আর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি জন্য উপজেলা সদরের সাথে পরিবহন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। নৌকা নিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে একটা পিকাপ ভ্যানে উপজেলা চত্বরে পৌঁছুলাম। অনুভব করলাম সাধারণ ট্যুরিস্ট হিসেবে বেড়াতে এলে কি ভোগান্তি পোহাতে হতো।

মুনলাইট রেস্ট হাউসে উঠে ফ্রেস হয়ে দুপুরে ইউএনও সাহেবের বাংলোতে খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে উপজেলা অফিসে সবার সাথে পরিচিত হলাম। বান্দরবান জেলা পরিষদের ডেস্ক ক্যালেন্ডার ও একটি মিনি ডায়েরি উপহার দিলেন আমাকে। শুভেচ্ছা-সৌহাদ্য বিনিময় ও চা পর্ব সেরে তারপর বের হলাম পাহাড়ি জীবনযাত্রা উপভোগ করতে। স্থানীয় একজন কর্মচারীকে দিলেন সঙ্গী হিসেবে। হাঁটতে হাঁটতে গেলাম রুমা বাজারে। রাস্তার দু'ধারে নজরে পড়ল অনেক বাড়ি, অফিস, দোকান, স্কুলসহ এনজিও অফিস। সঙ্গী স্থানীয় লোকটিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম সব। পাহাড়ি অনেক ছবি তুললাম। এক সময় পৌঁছুলাম রুমা বাজারে। আশ্চর্য হলাম, যে উপজেলা অফিস চত্বরে একটি চা, পান-এর দোকান নেই। নির্জন এলাকা মনে হয়েছিল। সেই রুমাতে বিশাল এলাকাজুড়ে বাজার! প্রায় সর্ব প্রকার সামগ্রী পাওয়া যায়! বেসরকারি রেষ্ট হাউজও রয়েছে। সন্ধ্যার পর ক্যান্টিনে সবাই বসে গল্প করে কোয়ার্টারে ফিরলাম। রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পরলাম মুনলাইটে। পরদিন সকালেই ইউএনও সাহেব বাড়ি ফিরবেন, দুর্গম এলাকায় থাকতে সাহস পেলাম না, সেজন্য নাস্তা সেরে রেস্ট হাউজের ভাড়া মিটিয়ে ইউএনও'র গাড়িতে একই নিয়মে সবাই মিলে ফিরে এলাম।

ডিজিটাল মাধ্যমে চুম্বকের অপরিহার্যতা

বিশেষ প্রতিনিধি।। চৌম্বক একটি উপাদান বা বস্তু- যা চৌম্বকীয় ক্ষেত্র উৎপাদন করে। এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি অদৃশ্য কিন্তু চুম্বকের সবচেয়ে উলেস্নখযোগ্য সম্পত্তির জন্য দায়ী। এটি এমন একটি শক্তি- যা লোহা হিসেবে অন্যান্য ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থগুলোতে টান দেয় এবং অন্যান্য চৌম্বককে আকর্ষণ করে বা বিতাড়িত করে। স্থায়ী চৌম্বকটি এমন একটি পদার্থ- যা একটি চৌম্বকীয় উপাদান থেকে তৈরি এবং এটি নিজস্ব ক্রমাগত চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে।

চৌম্বকীয় রেকর্ডিং মিডিয়া : ভিএইচএস টেপগুলোতে চৌম্বকীয় টেপের একটি রিল থাকে। ভিডিও এবং শব্দ তৈরি করে এমন তথ্য টেপের চৌম্বকীয় আবরণে এনকোড করা আছে। সাধারণ অডিও ক্যাসেটগুলোও চৌম্বকীয় টেপের উপর নির্ভর করে। একইভাবে, কম্পিউটারগুলোতে, ফ্লপি ডিস্ক এবং হার্ড ডিস্কগুলো একটি পাতলা চৌম্বকীয় আবরণে ডেটা রেকর্ড করে।

ক্রেডিট, ডেবিট এবং স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিন কার্ড : এই সব কার্ডের একদিকে চৌম্বকীয় স্ট্রিপ রয়েছে। এই স্ট্রিপটি কোনো ব্যক্তির আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং তাদের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য তথ্য এনকোড করে।

পুরানো ধরনের টেলিভিশন এবং পুরানো বড় কম্পিউটার মনিটর : একটি ক্যাথোডরে টিউবযুক্ত টিভি এবং কম্পিউটার স্ক্রিনগুলো ইলেক্ট্রনগুলো স্ক্রিনে গাইড করার জন্য একটি বৈদ্যুতিন চৌম্বক নিয়োগ করে।

স্পিকার এবং মাইক্রোফোন : বেশিরভাগ স্পিকার বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে একটি স্থায়ী চৌম্বক এবং একটি বর্তমান বহনকারী কুন্ডলী নিয়োগ করে। মাইক্রোফোনে তারের একটি কয়েলের সঙ্গে ডায়াফ্রাম বা ঝিলিস্ন আকারের চুম্বকের অভ্যন্তরে স্থির থাকে। শব্দ যখন ঝিলিস্ন কম্পন করে, তখন কুন্ডলীটিও স্পন্দিত হয়। কয়েল চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যদিয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কুন্ডলীগুড়ে একটি ভোল্টেজ উৎসাহিত হয়। এই ভোল্টেজ তারের মধ্য একটি স্রোত চালায়- যা মূল শব্দের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বৈদ্যুতিক গিটারগুলো গিটারের স্ট্রিংয়ের কম্পনকে বৈদ্যুতিক কারেন্টে রূপান্তর করতে চৌম্বকীয় পিকআপগুলো ব্যবহার করে- যা এরপরে প্রশস্ত করা যায়। এটি স্পিকার এবং গতিশীল মাইক্রোফোনের পেছনের নীতি থেকে পৃথক কারণ কম্পনগুলো সরাসরি চৌম্বক দ্বারা অনুভূত হয় এবং ডায়াফ্রামটি নিযুক্ত হয় না।

> **বেশিরভাগ স্পিকার বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে একটি স্থায়ী চৌম্বক এবং একটি বর্তমান বহনকারী কুন্ডলী নিয়োগ করে। মাইক্রোফোনে তারের একটি কয়েলের সঙ্গে ডায়াফ্রাম বা ঝিলিস্ন থাকে।**

বৈদ্যুতিক মোটর এবং জেনারেটর কিছু বৈদ্যুতিক মোটর বৈদ্যুতিক চৌম্বক এবং একটি স্থায়ী চৌম্বকের সংমিশ্রণের ওপর নির্ভর করে এবং অনেকটা লাউড স্পিকারের মতো তারা বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। একটি জেনারেটরটি বিপরীত : এটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মাধ্যমে কন্ডাক্টরকে সরানোর মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

মেডিসিন: আক্রমণাত্মক শল্য চিকিৎসা ছাড়াই রোগীর অঙ্গগুলোর সমস্যাগুলো দেখাতে হাসপাতালগুলো চৌম্বকীয় অনুরণন ইমেজিং ব্যবহার করে।

রসায়ন : রসায়নবিদরা সংশ্লেষিত যৌগগুলো বৈশিষ্ট্যযুক্ত করতে পারমাণবিক চৌম্বকীয় অনুরণন ব্যবহার করেন। চকগুলো ধাতব কাজ করতে অবজেক্টগুলো ধরে রাখতে ব্যবহৃত হয়। চৌম্বকগুলো অন্যান্য ধরনের বন্ধনকারী ডিভাইসে যেমন চৌম্বকীয় বেস, চৌম্বকীয় বাতা এবং রেফ্রিজারেটরের চৌম্বক ব্যবহার করা হয়।

কম্পাস : একটি কম্পাস একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে নিজেকে সারিবদ্ধ করতে মুক্ত চৌম্বকযুক্ত পয়েন্টার যা সাধারণত পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র।

শিল্প : ভিনাইল চৌম্বক শিটগুলো পেইন্টিং, ফটোগ্রাফ এবং অন্যান্য আলংকারিক নিবন্ধগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে, যাতে তারা ফ্রিজ এবং অন্যান্য ধাতব পৃষ্ঠের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে। শিল্পের কোলাজ তৈরি করতে অবজেক্টগুলো এবং পেইন্টগুলো সরাসরি চৌম্বক পৃষ্ঠে প্রয়োগ করা যেতে পারে। চৌম্বকীয় শিল্পটি বহনযোগ্য, সস্তা এবং তৈরি করা সহজ। রঙিন ধাতব চৌম্বকীয় বোর্ড, স্ট্রিপস, দরজা, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ডিশ ওয়াশারস, গাড়ি, ধাতু এবং যে কোনো ধাতব পৃষ্ঠ চৌম্বকীয় ভিনাইল শিল্পের গ্রহণযোগ্য হতে পারে। শিল্পের জন্য তুলনামূলকভাবে নতুন মিডিয়া হওয়ার কারণে এই উপাদানটির সৃজনশীল ব্যবহারগুলো কেবল শুরু।

বিজ্ঞান প্রকল্প : অনেক প্রশ্ন চৌম্বকগুলোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যার মধ্য বর্তমান বহনকারী তারের বিকর্ষণ, তাপমাত্রার প্রভাব এবং চৌম্বকগুলোকে জড়িত মোটরগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

খেলনা : ঘনিষ্ঠ পরিসরে মহাকর্ষের বলের বিরুদ্ধে লড়াই করার দক্ষতার কারণে, চৌম্বকগুলো প্রায়ই শিশুদের খেলনাগুলোতে, যেমন চৌম্বক স্পেস হুইল এবং লেভিট্রনগুলোতে মজাদার প্রভাবিত হয়।

রেফ্রিজারেটরের চৌম্বকগুলো রান্নাঘরগুলো, একটি স্যুভেনির হিসেবে সাজানোর জন্য বা কেবল রেফ্রিজারেটরের দরজায় একটি নোট বা ফটো ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গহনা : গহনা তৈরিতে চুম্বক ব্যবহার করা যেতে পারে। নেকলেস এবং ব্রেসলেটগুলোতে একটি চৌম্বকীয় উপাদান থাকে। এছাড়া লোহার নখ, স্ট্যাপলস, ট্যাক্স, পেপার ক্লিপ প্রভৃতিতে চুম্বক ব্যবহার করা হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এশিয়ার সেরা দেশ হবে বাংলাদেশ : এম ইসফাক আহসান

মনির হোসেন,ঢাকা, সেপ্টেম্বর।। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এমনটাই মনে করেন মানবিক নেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও দক্ষিণ) আসনের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন-প্রত্যাশী এম ইসফাক আহসান (সিআইপি)। যেদিকে তাকাই সেদিকে উন্নয়নের ছোঁয়া। এটা মমতাময়ী মা শেখ হাসিনার অবদান। উন্নয়নের গতি অব্যাহত থাকলে এশিয়ার সেরা দেশ হবে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা সাধারণ মানুষকে নিয়ে ভাবেন। 'গ্রাম হবে শহর'- এই চিন্তা নিয়ে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সর্বস্তরের জনসাধারণের মাঝে ফ্রী করোনা টিকা প্রদান করেছে, যেটা উন্নত বিশ্ব করতে পারেনি। বর্তমানে বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীনদের মাঝে গৃহ প্রদান করেছেন, গরীব অসহায়দের মাঝে বিভিন্ন ভাতা চালু করেছেন, স্বল্পমূল্যে খাদ্যসামগ্রী (পণ্য) সরবরাহ করেছেন। এলাকার রাস্তাঘাটসহ সার্বিক বিষয়ে উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকার উন্নয়নের রোল মডেল। শেখ হাসিনার কর্মী হয়ে কাজ করে মতলব উত্তর ও দক্ষিণের সাধারণ মানুষের আস্থার জায়গায় পৌঁছে গেছেন এম ইসফাক আহসান (সিআইপি)। উপজেলার গরীব দুঃখীদের পাশে দাঁড়ানো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রতিনিয়ত অবদান রাখছেন তিনি। মতলব উত্তর ও দক্ষিণ এলাকার সাধারণ মানুষের প্রিয় নেতা।

জানা যায়, করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন, অসহায় ও নিম্নবিত্তসহ চাঁদপুরের মতলবের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের বাড়িতে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন আহসান গ্রুপের পরিচালক, শিল্পপতি এম ইসফাক আহসান। তিনি হেল্প লাইনের মাধ্যমে মতলব উত্তর উপজেলা ও মতলব দক্ষিণ উপজেলার অসহায় পরিবারকে উপহার হিসেবে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছিলেন। যারাই হেল্প লাইনে সহযোগিতা চেয়ে কল করছেন তাদের বাড়িতেই পৌঁছে দেয়া হয়েছে খাদ্যসামগ্রী। এতে করে উপকৃত হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অসহায়-কর্মহীন মানুষ। করোনাকালীন সময় নিয়ে তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে চলমান লকডাউনে মানুষজন কর্মহীন হয়ে পড়ে। তাই আমি মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। যারা হেল্প লাইনে কল করছে তাদের বাড়িতে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দিয়েছি। যে কোনও পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো।

আমার পরিবার ও আমি সবসময় চেষ্টা করি মানুষের পাশে থাকার জন্য। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে বুকে ধারণ করে আওয়ামী লীগকে ভালবেসে মতলব উত্তর দক্ষিণের আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছি এবং সবসময়ই আর্থিক সহযোগিতাসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। বর্তমানে এম ইসফাক আহসান, সিআইপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্যপদে রয়েছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২২তম জাতীয় কাউন্সিল দপ্তর উপ-কমিটির সাবেক সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২২তম জাতীয় কাউন্সিল অভ্যর্থনা উপ-কমিটির সদস্য ছিলেন।

এম ইসফাক আহসানের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার কলাকান্দা ইউনিয়নের লতুরদি গ্রামে। তার বাবার নাম এ এস এম কামরুল আহসান (সিআইপি)। মায়ের নাম ইফফাত আরা। তিনি গৃহিনী। তার স্ত্রী সায়মা ইসলাম চায়না বাংলা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেডের সিইও এবং বাংলাদেশ সিরামিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি শিক্ষা জীবনে ইউকে থেকে ২০০৩ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল এডক্সেল থেকে 'ও' লেভেল শেষ করেন। আমেরিকান কাউন্সিল অফ এডুকেশন থেকে ২০০৫ সালে জিইডি শেষ করেন। এরপর তিনি ২০০৯ সালে লিমককিং ইউনিভার্সিটির লন্ডন ক্যাম্পাস থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। এম ইসফাক আহসানের বাবা এ এস এম কামরুল আহসান সিআইপি চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংগ্রাম পরিষদের সদস্য। এম ইসফাক আহসানের শ্বশুর সিরাজুল ইসলাম মোল্লা নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। তিনি নরসিংদী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন।

দিল্লিতে "একল দৌড় ২০২৩"-এর সূচনা, ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সাফল্যে খুশি পরভেশ বর্মা

নয়াদিল্লি ৮ অক্টোবর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে সূচনা হল "একল দৌড় ২০২৩"-এর। রবিবার সকালে দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম থেকে এই "একল দৌড় ২০২৩"-এর সূচনা করা হয়। এই দৌড়ের সূচনার পর এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সাফল্যে খুশি প্রকাশ করেছেন বিজেপি সাংসদ পরভেশ বর্মা। তিনি বলেছেন, 'আমি সমস্ত দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাতে চাই, আমরা এশিয়ান গেমসে ১০০টি পদকের লক্ষ্য অর্জন করেছি এবং মোট ১০৭টি পদক জিতেছি। আমি আমাদের সমস্ত ক্রীড়াবিদদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য অভিনন্দন জানাতে চাই। একল সংস্থা দেশের ১ লক্ষ গ্রামের শিশুদের শিক্ষিত করার জন্য কাজ করছে। আমি দেশের মানুষকে অনুরোধ করছি, আসুন এবং একল সংগঠনে যোগদান করুন, যাতে আমরা ১ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ গ্রামে পৌঁছাতে পারি'

ভারতীয় কুস্তিগীর যোগেশ্বর দত্ত বলেছেন, 'আমাদের খেলোয়াড়রা এশিয়ান গেমসে ইতিহাস তৈরি করেছে। এই প্রথম, আমরা ১০০ পদকের সংখ্যা অতিক্রম করেছি। আগের এশিয়ান গেমসে আমরা ১৭টি পদক পেয়েছি এবং এই বছর আমরা ১০৭টি পদক পেয়েছি। আমাদের লক্ষ্য হল এবারের অলিম্পিকে ১৫টিরও বেশি পদক জেতা এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন পূরণ করা।'

ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে সিবিআই-এর অভিযান, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্লোগান মেয়রের অনুগামীদের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে সাতসকালে অভিযান চালাল সিবিআই। রবিবার সকালে সিবিআই-এর একটি দল চেতলায় ফিরহাদের বাড়িতে পৌঁছন। সূত্রের খবর, বাড়ির ভিতর ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছেন তাঁরা। বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়ি ঘিরে রেখেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

এদিকে, ফিরহাদের বাড়ির সামনে জমায়েত করেছেন তাঁর অনুগামীরা। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন তাঁরা। উঠছে কেন্দ্রীয় সরকার-বিরোধী স্লোগান। সূত্রের খবর, বাড়ির মধ্যেই রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কয়েকজন বাড়িতে প্রবেশ করেছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও চেতলায় মেয়রের বাড়ির সামনে ঘিরে রয়েছে সুরক্ষাকর্মীরা। পাশাপাশি বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনীও রয়েছে বাড়ির বাইরে। এর মধ্যেই ফিরহাদ অনুগামীরা ভিড় জমিয়েছেন মেয়রের বাড়ির সামনে। সেখান থেকে স্লোগানও দিতে শুরু করেছে তাঁরা।

এশিয়ান গেমসে সেরা পারফরমেন্সের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এশিয়ান গেমসে সেরা পারফরমেন্সের জন্য খেলোয়াড়দের প্রশংসা করেছেন। এশিয়ান গেমসে ভারতের ১০৭টি পদক জয়, গত ৬০ বছরে ভারতের সেরা পারফরমেন্স। এই পারফরমেন্সের জন্য তিনি খেলোয়াড়দের অটল সংকল্প, নিরলস চিন্তাভাবনা এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী রবিবার এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, "এশিয়ান গেমসে ভারতের জন্য এটি ঐতিহাসিক জয়। সমগ্র দেশের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমাদের খেলোয়াড়রা সর্বোচ্চ ১০৭টি পদক জিতেছে, যা গত ৬০ বছরের মধ্যে সেরা পারফরমেন্স। আমাদের খেলোয়াড়দের অটুট দৃঢ়তা, অক্লান্ত ও কঠোর পরিশ্রম দেশকে গর্বিত করেছে। তাদের জয় আমাদের মনে রাখার মতো মুহূর্ত উপহার দিয়েছে, আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে।"

মদন মিত্রের বাড়িতেও পৌঁছল সিবিআই, কামারহাটির বিধায়কের বাসভবনে চলছে তল্লাশি

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): পুর নিয়োগ মামলায় একই দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই হেভিওয়েটের বাড়িতে অভিযান চালাল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। রবিবার সকালেই কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের চেতলার বাড়িতে অভিযান চালায় সিবিআই। আর এদিনই কামারহাটির তৃণমূল কংগ্রেস বিধাক মদন মিত্রের বাসভবনে পৌঁছে গিয়েছে সিবিআই, সেখানেও চলছে তল্লাশি।

সিবিআই সূত্রের খবর, পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তল্লাশি চালানোর জন্যই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদনের ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছে তাদের একটি দল। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বাড়িতেই রয়েছেন মদন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মদনের বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে।

সেখানে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

পুর নিয়োগকাণ্ডের তদন্তে রবিবার সকালে ফিরহাদ, মদন ছাড়াও রাজ্যের বহু পুরসভার পুরপ্রধানের বাড়িতেও সিবিআইয়ের কয়েকটি দল হানা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বায়ুসেনা : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারতের দুর্জয় বাহিনী ভারতীয় বায়ুসেনাকে প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

রবিবার ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতীয় বায়ুসেনাকে কুর্নিশ জানিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, 'ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বায়ুসেনা, আমরা ভারতীয় বিমান যোদ্ধাদের জন্য গর্বিত।'

রবিবার ভারতীয় বায়ুসেনার ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবস।

প্রতি বছর ৮ অক্টোবর দিনটি বায়ুসেনা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এদিন সকালে এক্স মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ভারতীয় বায়ুসেনার ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে, এই বাহিনীর সমস্ত কর্মী এবং তাঁদের পরিবারকে জানাই শুভেচ্ছা।

আমরা আমাদের বিমান যোদ্ধাদের জন্য গর্বিত, যারা ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছে আদিত্য এল-১, ভারতের সৌরযান সুস্থই রয়েছে : ইসরো

বেঙ্গালুরু, ৮ অক্টোবর (হি.স.): পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ভারতের প্রথম সৌরযান আদিত্য এল-১। পৃথিবীর কক্ষপথ ত্যাগ করার অনেকদিন পর আদিত্য এল-১ সম্পর্কে আপডেট দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে ইসরো জানিয়েছে, সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছে আদিত্য এল-১, ভারতের সৌরযান সুস্থই রয়েছে। ইসরো জানিয়েছে, 'মহাকাশযান সুস্থ রয়েছে এবং সূর্য-পৃথিবী এল-১-এর পথে এগিয়ে চলেছে। একটি ট্র্যাজেক্টরি কারেকশন ম্যানুভর, যা মূলত প্রবিধান ছিল, ৬ অক্টোবর প্রায় ১৬ সেকেন্ডের জন্য সঞ্চালিত হয়েছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর সম্পাদিত ট্রান্স-ল্যাগ্রেনজান পয়েন্ট ১ সন্নিবেশ কৌশলটি ট্র্যাক করার পরে মূল্যায়ন করা ট্র্যাজেক্টোরিটি সংশোধন করার প্রয়োজন ছিল। ট্র্যাজেক্টরি কারেকশন ম্যানুভর নিশ্চিত করে যে মহাকাশযানটি এল-১- এর চারপাশে হ্যালো কক্ষপথ সন্নিবেশের দিকে নিজ উদ্দেশ্যমূলক পথে রয়েছে। আদিত্য-এল ১ এগিয়ে চলেছে, কয়েক দিনের মধ্যে ম্যাগনেটোমিটার আবার চালু হয়ে যাবে।'

ভারতীয় বায়ুসেনা দিবসে বিমান যোদ্ধাদের অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী চৌহানের

ভোপাল, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষ্যে বিমান যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভারতীয় বিমান বাহিনী রবিবার ৮ অক্টোবর ৯১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। এই উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ভারতীয় বিমান বাহিনীর সমস্ত বিমান যোদ্ধাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দেশের সেবায় এই বিমান যোদ্ধারা অদম্য সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, "আমি ভারতীয় বায়ুসেনা দিবসে সমস্ত বিমান যোদ্ধাদের স্যালুট জানাই। তোমাদের অসামান্য সাহস, বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য ভারতের আকাশে শত্রুরা আসতে ভয় পায়। তোমাদের জন্য আমরা নিরাপদে রয়েছি। দেশের প্রতি তোমাদের সাহসিকতা ও নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। তোমাদের জন্য আমরা গর্বিত। জয় হিন্দ।"

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং মুন্সি প্রেমচাঁদকে তাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী চৌহানের

ভোপাল, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং গল্পকার মুন্সি প্রেমচাঁদকে তাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। উভয় মহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করে তিনি তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী চৌহান সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, "আমি লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণজির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই, উনি তাঁর বিপ্লবী চিন্তার আলোয় দেশকে রাজনৈতিকভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকাতে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। ভারতরত্ন প্রাপ্ত জয়প্রকাশ নারায়ণজির প্রগাঢ় চিন্তা ও দর্শনের উজ্জ্বল আলো সর্বদা যুবসমাজকে জাতীয় সেবা ও সমাজকল্যাণে অনুপ্রাণিত করবে।"

অন্য একটি বার্তায়, মুন্সি প্রেমচাঁদকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী চৌহান লেখেন, "আমি মহান গল্পকার, ঔপন্যাসিক সম্রাট, মুন্সি প্রেমচাঁদজির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। উনি উনার অনন্য লেখার মাধ্যমে চরিত্র এবং সৃষ্টিকে অমর করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য। আপনার অমূল্য রচনা যেমন গোদান, গাবন, নির্মলা, ইদগাহ, বুধী কাকি, সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করেছে।"

ভারতে সক্রিয় করোনা রোগী বেড়ে ৩৬৯; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৩৫ জন, মৃত্যু ফের শূন্যই

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ৪০০-র নীচেই রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, তবে বিগত ২৪ ঘন্টায় সামান্য বেড়েছে। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৩৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৩৬৯ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৬,৯২৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১৯,৭৫৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। মোট টিকাকরণের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭২,৫০৮-তে পৌঁছেছে।

রাঁচিতে জল জীবন মিশন অফিসে হামলা পিএলএফআই জঙ্গিদের

রাঁচি, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে জল জীবন মিশন অফিসে হামলা চালায় পিএলএফআই জঙ্গিরা। এই হামলার পর প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকরা চিন্তায় পড়ে গেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে রাঁচির লাপুং থানার দোলাইচা গ্রামে। জঙ্গিরা জলজীবন মিশনের অফিসে থাকা ১৫ জন কর্মীকে পিটিয়ে আধমরা করে দেয় বলে অভিযোগ। টাকার দাবিতে ক্ষিপ্ত হয়ে অফিসের একটি ঘর পুড়িয়ে দেয় জঙ্গিরা।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনও পিএলএফআই জঙ্গিদের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলেনি। জল জীবন মিশন অফিস পরিচালনাকারী সংস্থার সাইট ইনচার্জশান্তি প্যাটেল রবিবার সকালে জানান, শনিবার গভীর রাতে হঠাৎ করে ২০-২৫ জন মুখোশধারী অফিসে হামলা চালায়। তারা অফিসের ১৫ জন কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এই মুখোশধারীরা নিজেদের পিএলএফআই নকশাল বলে পরিচয় দেয়। ভাংচুরের পর মুখোশধারীরা একটি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ডিএসপি রজত মণি বখালা জানান, ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় অঙ্কিত নামে এক ব্যক্তির জড়িত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, এটি নকশাল হামলা নয়। একই গ্রামের কয়েকজন যুবক জল জীবন মিশনের অফিসে হানা দিয়েছে। তাদের সবার পরিচয় পাওয়া গেছে। গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য জোরদার তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ।

ভারতীয় বায়ুসেনার বীরত্ব, অঙ্গীকার ও উৎসর্গের জন্য ভারত গর্বিত : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারতীয় বায়ুসেনার ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ""সাহসী বাহিনী""-কে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'ভারতীয় বায়ুসেনার বীরত্ব, অঙ্গীকার ও উৎসর্গের জন্য ভারত গর্বিত।' রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, বায়ুসেনা দিবসে আমাদের বিমান যোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানাই। প্রতিবছর ৮ অক্টোবর দিনটি বায়ুসেনা দিবস হিসেবে পালিত হয়। ভারতীয় বায়ুসেনা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অপারেশনাল বিমান বাহিনী। রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বায়ুসেনা দিবসে আমাদের সাহসী বিমান যোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারকে আমার শুভেচ্ছা। ভারতীয় বায়ুসেনার বীরত্ব, অঙ্গীকার এবং উৎসর্গের জন্য ভারত গর্বিত। তাঁদের মহান সেবা এবং আত্মত্যাগ নিশ্চিত করে যে আমাদের আকাশ নিরাপদ রয়েছে।'

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রেম সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে অজয়ের, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন সিকিম বিপর্যয়ের মুখে

গ্যাংটক, ৮ অক্টোবর (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানে লন্ডভন্ড অবস্থা সিকিমে। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের সময় সিকিম সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে ভারত সরকার। সিকিমের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং-এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্র। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বন্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে তাঁর।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্র বলেছেন, 'সিকিম বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে এবং সেখানে রাস্তা ও পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আমরা একটি দল গঠন করেছি যাতে কৃষি, সড়ক, জল ও জ্বালানি মন্ত্রকের আধিকারিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইটিবিপি এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আধিকারিকদেরও এখানে পাঠানো হয়েছে।'

সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং বলেছেন, 'রাজ্যে বন্যার বিষয়ে আমরা মন্ত্রী অজয় কুমারের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং গোটা কেন্দ্রীয় সরকার সিকিমের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে একসঙ্গে কাজ করছে। কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং আমরা বিআরও এবং অন্যান্য বিভাগের সঙ্গেও কাজ করছি। আমি সিকিম সরকারকে অবিলম্বে তহবিল দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

মেসি পারলেন না মায়ামিকে জেতাতে

নিউইয়র্ক, ৮ অক্টোবর (হি.স.): বিশ্বকাপজয়ী তারকা লিওনেল মেসি আহত থাকায় ইন্টার মায়ামিতে কয়েকটা ম্যাচে খেলতে পারেননি। বেশ কয়েকটা ম্যাচে হেরেছে মিয়ামি। একের পর এক জয় বঞ্চিত হওয়া দলকে উদ্ধার করতে আজ মাঠে নেমেছিলেন মেসি। কিন্তু তাতেও কিছু হয়নি।

আজ রবিবার (৮ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৫টায় ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে মাঠে নামে ইন্টার মায়ামি ও এফসি সিনসিনাটি। মার্কিন সকার লিগের এই ম্যাচটিতে ১-০ গোলের হার হয়েছে মেসির দলের। আর তাতে লিগের প্লে-অফ খেলার স্বপ্নও ভঙ্গ হয়েছে মিয়ামির।

চোট থেকে সেরে ওঠা আজ মেসি মাঠে নামবেন কিনা তা নিয়ে কৌতূহল ছিল। তবে মেসি নেমেছেন শুরুতে নয়, তিনি নেমেছেন ম্যাচের ৫৫ মিনিটে বদলি হিসেবে।

এই হারের পর ৩২ ম্যাচে ৯ জয়, ৬ ড্র ও ১৭ হারে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ১৪ নম্বরে থাকল ইন্টার মায়ামি। তাতে পরের দুই ম্যাচে জয় পেলেও প্লে—অফে উঠবে না মেসির দল।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এ কি স্যালাড, না কি নুডলস

মূল উপকরণ একটি। তাই দিয়ে তৈরি হয় এক বিশেষ নুডলস। যা আসলে নুডলস নয়, স্যালাড! ব্যাপারটা ঠিক এই রকমই ধাঁধানো। নুডলস আছে অথচ নেই। স্যালাড না থেকেও আছে! হয়তো তা-ই এই রেসিপি ভাইরাল হয়েছে।

ভিডিয়োটি পোস্ট করেছেন এক ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী। বিবরণে তিনি লিখেছেন, "টিকটকের সবচেয়ে ভাইরাল রেসিপি।" এই স্যালাড নুডলসের সঙ্গে আটা বা ময়দার কোনও সম্পর্ক নেই। নুডলসের মতো দেখতে হলেও সেগুলি তৈরি শসা দিয়ে। আর তার গায়ের সস তৈরি হয়েছে জল ঝরানো দই দিয়ে। দেখলে মনে হবে সবুজ রঙের পাস্তা নুডলসে হোয়াইট সসের পরত। কিন্তু আদতে ব্যাপারটা হল শসা আর দই। রোগা হওয়ার জন্য হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা স্বাস্থ্য সচেতনদের প্রিয় খাবার এই দই আর শসা। ভাইরাল রেসিপিতে তাই দিয়েই তৈরি হয়েছে "নুডলস"। যা ওজন কমাতে চাওয়া মানুষের কাছে "বিষ"।

মূল দু'টি উপকরণের সঙ্গে সামান্য কিছু মশলা মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে এই স্বাস্থ্যকর স্যালাড নুডলস। পুজোর আগে ওজন ঝরানোর লক্ষ্য স্থির করে থাকলে আপনিও এক নজর দিতে পারেন এই ভাইরাল রেসিপিতে।

ইলিশ মাছের তেলের গল্প

না, এটা গরম ভাত ও একটি ভূতের গল্প নয়। বরং জোরদার এক বর্ষার দিনে গরম ভাত ও ইলিশ মাছের তেলের গল্প। আরও জমিয়ে বললে, এ ভাবে বলতে পারি। সকাল থেকে শহর জুড়ে ঝমাঝম বৃষ্টির বৈঠকী মেজাজের সঙ্গে একেবারে জিভে জল আনা খাবারের গল্প, খাওয়ার গল্প।

আজ অনেকেই আটকা পড়েছেন বাড়িতে।

অফিস না গিয়ে "ওয়ার্ক ফ্রম হোম"! ফলে চটজলদি একটা মেনু দিচ্ছি, যা কিনা দশ মিনিটেই পাল্টে দিতে পারে আপনার মধ্যাহ্নের ভোজন!

শোনা যাচ্ছে, এ বার পুজোতেও এমন ...ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে'র খপ্পরে পড়তে হতে পারে। ফলে তখনকার দিনের জন্যও তোলা থাক, আজ হয়ে যাক "স্টেজ" মহলা!

গরমে ভাত। ইংলিশ মাছের তেল! মুড়ো শুদ্দু! এখানে একটা জিনিস বলে নেওয়া ভাল। ইলিশ মাছের তেল যেমন সুস্বাদু, তেমন তার পুষ্টিগুণও প্রবল। টাটকা ইলিশ মাছের তেলে প্রোটিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রচুর ভিটামিন, আয়োডিন, প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। এর ভেতর বিশেষ করে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের শরীরের জন্য খুব উপকারী! বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অর্থাৎ "হু" বিশ্লেষণ করে প্রমাণ পেয়েছে যে, সপ্তাহে ১-২টো মাছ খেলেই আমাদের শরীরে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রয়োজন পূর্ণতা পেয়ে যায়।

ইলিশের ৩০ শতাংশ তেলের মধ্যেই থাকে ৭০ শতাংশ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন এ এবং ডি। যেটা আমাদের হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে। আমাদের রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের রক্তের আরও একটি খারাপ উপাদান ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা ১৫-৩০ শতাংশ কম করে দেয়। আমাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

এতেই শেষ নয় ইংলিশ মাছের তেলের গুণাগুণের তালিকা! এটা আমাদের শরীরে যে কোনও রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বয়স্কদের আর্থাইটিসের যন্ত্রণা কমায়। এমনকি আমাদের চোখের সার্বিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে, আমাদের ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে। আমাদের রক্তে ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। গর্ভবতীদের ভ্রূণের শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির বৃদ্ধি ঘটায়।

স্বাস্থ্য নিয়ে জ্ঞান অনেক হল। এ বার "নোলা"র কথা আসি। রাঁধবেন কী করে? খুব সোজা। আনপাড় রাঁধুনি হলেও দশ মিনিট সময় লাগবে। শুধু নীচের রন্ধন প্রণালীতে চোখ বুলিয়ে নিন।

রন্ধন প্রণালী

(দু'জনের জন্য)

১. ইংলিশ মাছ ভাজার সময় তার থেকে যে তেল বেরোবে, সেটাকে আলাদা একটা বাটিতে রাখুন।

২. মাছের মাথাটা পরিমাণ মতো নুন, হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে কড়া করে কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে রাখুন।

৩. টাটকা সবুজ কাঁচা লঙ্কা ৪-৫টা নিয়ে অল্প চিরে নিন।

৫. একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ নিয়ে কুঁচি করুন।

৬. উনুনে অল্প আঁচে শুকনো কড়াই বসিয়ে তাতে ইলিশে মাছের তেল ঢেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাতে কুঁচো পেঁয়াজ, চেরা কাঁচা লঙ্কা দিন।

পাঁচ খাবার: নিয়ম করে খেলে চোখের নীচের দাগছোপ কমবে

পুজোর আগে কেনাকাটার পাশাপাশি জোরকদমে চলছে রূপচর্চার পর্ব। পার্লারগুলিতে পা ফেলার জায়গা নেই। ফেশিয়াল থেকে শুরু করে স্পা পুজোর সাজের প্রস্তুতি তুঙ্গে। পার্লারে গিয়ে কম সময়ে জেল্লাদার ত্বক পাওয়া গেলেও চোখের নীচের কালো দাগ সহজে তোলা যায় না। দীর্ঘ দিনের ক্লান্তি, পরিশ্রমের ছাপ কোনও প্রসাধনীর ব্যবহারেই দূর করা যায় না।

এ দিকে পুজো নিঃশ্বাস ফেলছে ঘাড়ের কাছে। হাতে মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। এই কম সময়ে চোখের নীচের কালো দাগছোপ কী করে দূর করা যায়, সেই চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া প্রায় মাথায় উঠতে বসেছে। ফেস প্যাক, প্রসাধনীর বদলে কম সময়ে চোখের নীচের কালো দাগছোপ দূর করতে বরং ভরসা রাখুন কয়েকটি খাবারে। পুজোর আসতে আর যে কয়েকটি দিন বাকি, নিয়ম করে সেগুলি খেলে সুফল পাবেন।

টম্যাটো- অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর টম্যাটো ভিতর থেকে ত্বকের খেয়াল রাখে। রক্ত সঞ্চালন সচল রাখে, ফলে কোথাও রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। ত্বকও ভিতর থেকে সু এবং সতেজ থাকে। শত পরিশ্রমেও যাতে চোখের নীচে কালি পড়তে না পারে, তার জন্য টোম্যাটো খেতে হবে বেশি করে। শসা- শসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জল। ত্বক আর্দতা হারালেই সাধারণত নানা দাগছোপ দেখা দিতে শুরু করে। তাই ত্বক যাতে সু এবং সতেজ থাকে, তার জন্য শসা খেতে পারেন। স্যালাডে হোক কিংবা রায়তা বানিয়ে, নিয়ম করে যদি শসা খেতে পারেন, চোখের নীচে সহজে দাগছোপ পড়বে না।

কাঠবাদাম- ওজন কমায় তো বটেই, সেই সঙ্গে চোখের নীচের দাগছোপ প্রতিরোধেও কাঠবাদামের জুড়ি মেলা ভার। কাঠবাদামে রয়েছে ভিটামিন ই। এই ভিটামিন ত্বকে পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগায়। ব্রণ, র‍্যাশের ঝুঁকি কমায়। সেই সঙ্গে চোখের নীচের কালো দাগ দূর করতেও কাঠবাদাম সত্যিই উপকারী।

সবুজ শাকসব্জি- ব্রকোলি, ঝিঙে, পটল, কাঁচা পেঁপে সবুজ শাকসব্জিতে স্বাস্থ্যকর পুষ্টিগুণের অভাব নেই। শাকসব্জি খেলে শরীর ভাল থাকে তো বটেই, ত্বকের যত্নেও সব্জি খাওয়ার কোনও বিকল্প হয় না। সবুজ শাকসব্জি যত বেশি খাবেন, ত্বকের স্বাস্থ্য তত ভাল থাকবে। চোখের নীচের দাগছোপ থেকে ব্রণ ত্বক সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে সব্জিতে।

ব্লু বেরি- বেরি-জাতীয় সমস্ত ফলে রয়েছে ভিটামিন কে, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন সি, ওমেগা ৩-এর মতো উপাদান। এগুলি ত্বকের যত্নে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে চোখের নীচের দাগছোপ আটকাতে ব্লু বেরি সত্যিই কার্যকরী।

বিরিয়ানির নাম শুনলেই বাঙালির জিভে জল

বিরিয়ানির নাম শুনলেই বাঙালির জিভে জল! তবু খাদ্যরসিক বাঙালিরা অনেকেই কিন্তু এখনও ব্যাম্বু বিরিয়ানি খেয়ে উঠতে পারেননি!

ইদানীং বেহালা, তপসিয়া, বালিগঞ্জ, দমদম বিমানবন্দরের কাছে কিছু রেস্তরাঁয় পাওয়া যাচ্ছে ব্যাম্বু বিরিয়ানি। তবে বছর কয়েক আগেও কলকাতা জানত না এ হেন বিরিয়ানির হদিস।

বস্তুত, এই বিরিয়ানি দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসীদের বহু যুগব্যাপী প্রিয় খাদ্য। এখনও কর্ণাটক-তামিলনাড়ু হাইওয়ের উপরে কিংবা ভাইজ্যাগ থেকে আরাকু ভ্যালি যেতে অনেক জায়গায় দেখা যায়, রাস্তার ধারে কাঠকয়লার আঁচে মুখ বন্ধ বাঁশের খোলার ভিতরে বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে। এটিই ব্যাম্বু বিরিয়ানি। কাঠকয়লার আঁচে বাঁশের ভিতরে রান্না হওয়ার দরুণ এর সুবাসই আলাদা। এ হেন ব্যাম্বু বিরিয়ানি খাওয়ার সুযোগ হয়নি এখনও? এই পুজোয় রেঁধে ফেলুন বাড়িতেই। রইল রেসিপি।

উপকরণ (৪ জনের জন্য) বাসমতি চাল - চায়ের কাপের ৪ কাপ টুকরো চিকেন - লেগ পিস ৪টে পেঁয়াজ কুঁচি - চায়ের চামচের ৪ চামচ আদা বাটা - চায়ের চামচের ১ চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা - চায়ের চামচের ১ চামচ টক দই - চায়ের চামচের ২ চামচ বিরিয়ানি মশলা - ১ প্যাকেট গোটা গরম মশলা - পরিমাপ মতো জাফরান - ১টা ঘি - চায়ের চামচের ৪ চামচ সাদা তেল - চায়ের চামচের ৩ চামচ স্বাদ নুন - স্বাদ মতো ধনেপাতা কুঁচি - চায়ের চামচের ১ চামচ, পুদিনা পাতা - চায়ের চামচের ১ চামচ, ফাঁপা সবুজ বাঁশ - ১টা বা ২টো, শালপাতা - ১টা বা ২টো, আটা - পরিমাপ মতো, দুধ - চায়ের কাপের ১ কাপ পাতিলেবুর রস - চায়ের চামচের, ১ চামচ, রান্নার পদ্ধতি ১. চাল ধুয়ে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন।

২. হালকা ভেজে নেওয়া পেঁয়াজ কুচি, রসুন-আদা বাটার পেস্ট তৈরি করুন। ৩. পেঁয়াজ-রসুন-আদার পেস্টে আগে থেকে ভালো করে ধুয়ে রাখা মুরগির মাংস বিরিয়ানি মশলা, টকদই দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দিন। ৪. ভেজানো চালের ২০ শতাংশ নিয়ে সাদা ভাত রান্না করুন। ৫. এর পরে একটা হাঁড়িতে পরিমাপ মতো জল ঢেলে তাতে গোটা গরম মশলা, সাদা তেল, পরিমাণ মতো নুন দিয়ে হাল্কা ফোটান। এবং ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। ৬. ভিজিয়ে রাখা বাকি চালে পাতিলেবুর রস দিয়ে অল্প সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখুন। ৭. পাশের ওভেনে কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে তেজপাতা ফোড়ন দিন। তাতে ম্যারিনেট করা মুরগির মাংস দিয়ে কষান। তবে বেশি ক্ষণ রাঁধবেন না। ৮. এ বার ফাঁপা সবুজ বাঁশের খোলের ভিতরে ঘি মাখান। তার মধ্যে একে-একে রান্না করা মাংস ও অর্ধেক রান্না করা ভাত ঢেলে দিন। ৯. তার উপরে ভেজানো জাফরান, ধনেপাতা ও পুদিনা পাতা কুচি, অল্প দুধ দিয়ে "লেয়ার" করে দিন। খেয়াল রাখবেন কাঁচা বাঁশের উপরের দিকে যেন ১ ইঞ্চি জায়গা খালি থাকে। ১০. বাঁশের খোলের মুখটা শালপাতা ও আটামাখা দিয়ে বন্ধ করুন। কাঁচা বাঁশ হলে বেশি ভাল। শুকনো বাঁশ তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। ১১. বাঁশটাকে এ বার কাঠকয়লার হাল্কা আঁচে ৪০-৪৫ মিনিট ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, উল্টেপাল্টে পোড়ান। খেয়াল রাখুন যাতে বাঁশের ভিতরের "জুস" বাইরে বেরিয়ে না আসে। ১২. মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাদে শালপাতা ও আটা মাখা দিয়ে বন্ধ করা বাঁশের মুখটা খুলে ফেলুন। ব্যাম্বু বিরিয়ানি রেডি। চামচ দিয়ে বাঁশের খোলের ভিতর থেকে গরম গরম বিরিয়ানি বার করে পরিবেশন করুন।

সকালের খাবার হল সবচেয়ে গুরুত্বপূণ

সকালের খাবার হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জলখাবারে কী থাকছে, তার উপর নির্ভর করে সারা দিনে শরীর কতটা চনমনে থাকবে। কিংবা আদৌ থাকবে কি না। দিনভর ধকল কম যায় না। দৌড়ে দৌড়ে অফিস যাওয়া, অফিসের কাজ, পারিবারিক নানা দায়িত্ব সব কিছু একসঙ্গে সামলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে শরীর। তাই সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে এমন কিছু খাবার খেতে হবে যেগুলি শরীর চাঙ্গা রাখে।

ক্লান্তি এবং দুর্বলতার সঙ্গে লড়াই করতে চাইলে কোন খাবারগুলি বেশি করে খেতে হবে?

কলা- পটাশিয়ামের সমৃদ্ধ উত হল কলা। শরীর ভিতর থেকে চনমনে এবং চাঙ্গা থাকতে সকালের দিকে কলা খাওয়া জরুরি। স্নায়ুর কার্যকারিতা বজায় রাখতে কলা উপকারী। শারীরিক দুর্বলতা কাটাতে শরীরে পটাশিয়ামের পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকা জরুরি।

ডিম- রোজ সকালে উচ্চ মানের প্রোটিনে সমৃদ্ধ ডিম খান। প্রোটিন ছাড়াও ডিমে রয়েছে কোলিনের মতো উপাদান। এই উপাদান মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে দেয় না। শরীর ভিতর থেকে চাঙ্গা রাখতে নিয়ম করে ডিম খান। সেদ্ধ, পোচ কিংবা স্ক্র্যাম্বল যে ভাবে ইচ্ছা ডিম খান।

কাঠবাদাম- সকালে উঠে খালিপেটে কাঠবাদাম খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। কাঠবাদাম ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে তো বটেই, সেই সঙ্গে এই বাদাম শরীরের স্ফূর্তি বজায় রাখে। কাঠবাদামে রয়েছে মিনারেলস, যা শরীরকে "এনার্জি" দেয়। ফলে পরিশ্রম করলেও সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না শরীর।

চিয়া বীজ- রোগা হবেন বলে নিয়ম করে অনেকেই চিয়া বীজ খান। স্মুদি কিংবা দই ওটের সঙ্গে ভেজানো চিয়া বীজ খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। চিয়া বীজে রয়েছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার, প্রোটিন। এই প্রতিটি উপাদান ক্লান্তি দূর করে, শরীর চনমনে রাখে।

গ্রিক ইয়োগার্ট- সকালের দিয়ে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার যত বেশি করে খাওয়া যাবে, শরীর ভিতর থেকে সুস্থ থাকবে। গ্রিক ইয়োগার্টে প্রোটিন রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভরতি রাখতেও প্রোটিনের জুড়ি মেলা ভার। রোজ না হলেও সকালের দিকে গ্রিক ইয়োগার্ট খেলে সারা দিন স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে হবে না।

রোজের কোন অভ্যাস বাড়িয়ে দিচ্ছে ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি?

অল্পবয়সিদের মধ্যে বাড়ছে ফ্যাটি লিভারের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। চিকিৎসকদের কড়া বার্তা, জীবনধারায় বদল না আনলে মুশকিল! আপনার কপালেও চিন্তার ভাঁজ। কী ভাবে কমানো যায় এই রোগের ঝুঁকি, তা ভেবেই অস্থির! অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, কর্মব্যস্ততার কারণে শরীরের দিকে খেয়াল না রাখা, অতিরিক্ত মদ্যপান এগুলিই এখন আধুনিক জীবনের সঙ্গী।

এই সব অভ্যাসের ফল অবশ্যই ফ্যাটি লিভার মতো অসুখ। বেশির ভাগের শরীরে এই রোগ বাসা বাঁধলেও তা টের পাওয়া যায় না! কারণ নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা করানো নিয়ে আমাদের মধ্যে এখনও অনীহা রয়েছে। এই রোগ চুপিসারে শরীরে বাসা বাঁধে। অজান্তেই ফ্যাটি লিভার, লিভার সিরোসিসের মতো প্রাণঘাতী রোগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে রাস্তার ধারের তেলেভাজা, রোল-চাউমিন, কবিরাজি-কাটলেট খাওয়ার অভ্যাস কিন্তু এই রোগের ঝুঁকি ডেকে আনছে।

রাস্তার ধারে বিক্রি হওয়া খাবারগুলিতে অত্যধিক ফ্যাট, নুন থাকে। অস্বাস্থ্যকর ভাবে এই খাবারগুলি তৈরি করা হয়। সব মিলিয়ে এই সব খাবার রোজ রোজ খেলেই লিভারের উপরে চাপ পড়ে। মূলত লিভারের চারপাশে ফ্যাট জমার কারণেই ফ্যাটি লিভার হয়। রোজ অফিস থেকে ফেরার পথে ভাজাভুজি খাওয়া, বাড়ি ফিরেই রেস্তরাঁ থেকে খাবার অর্ডার করার কারণে লিভারে ফ্যাটের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে।

রাস্তার ধারের চপ, শিঙাড়া, পেঁয়াজি, কচুরি, জিলিপি খেতে কমবেশি সকলেই পছন্দ করেন। অথচ এই সব খাবার যে তেলে ভাজা হচ্ছে, তা কিন্তু মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। সকালে যে কড়াই ভর্তি তেল দিয়ে ভাজাভুজি শুরু হচ্ছে, বিকেলেও সেই তেলেই ভাজা হচ্ছে চপ, কাটলেট। এর ফলে খাবারে ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ফ্যাটি লিভার শরীরে বাসা বাঁধার অন্যতম কারণ কিন্তু এই ট্র্যান্স ফ্যাট। এই ভাজাভুজি দিনের পর দিন খেতে থাকলে ওজন বাড়তে বাধ্য। ওবেসিটিও কিন্তু ফ্যাটি লিভারের জন্য দায়ী হতে পারে। তাই লিভার সুস্থ রাখতে সবার আগে এই সব খাবারের উপর লাগাম টানা জরুরি।

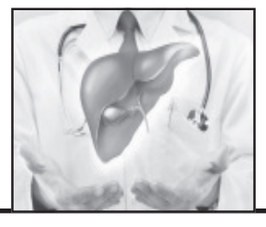

ঘরের কাজ, নিয়মিত করলে কমতে পারে ওষুধের খরচ

কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সময় বার করে শরীরচর্চা করা হয়ে ওঠে না। কিন্তু কাজে বেরোনোর আগে কিংবা বাড়ি ফিরে ঘরের অনেক কাজই করতে হয়। তার পর ইচ্ছে থাকলেও আলাদা করে জিমে যেতে বা যোগাসন করতে ইচ্ছে করে না। এ দিকে, বাড়তে থাকা মানসিক চাপ, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে থাকে।

তবে সম্প্রতি ল্যানসেটের একটি গবেষণা বলছে, ঘর মোছা, বাসন মাজা, কাপড় কাচার মতো কিছু গেরস্থালির কাজ করলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমে।

১। বাগান করা:

বাগান করলে মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে। "জার্নাল অফ হেল সাইকোলজি"-তে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞানপত্রে বলা হয়েছে সে কথাই। পাশাপাশি, গাছপালার পরিচর্যা করার সময়ে অনেক বার ওঠা-বসা করতে হয়। তাতে পায়ের পেশি ভাল থাকে।

২। রান্নার কাজ:

যদি শিলনোড়া ব্যবহারের অভ্যাস থাকে, তবে তাতে হাতের ভাল ব্যায়াম হয়। তা ছাড়া, নিয়মিত ময়দা মাখলেও কাঁধ ও হাতের ভাল ব্যায়াম হয়। ভাল থাকে হাতের বাইসেপ পেশি।

৩। ঝাড়ু দেওয়া:

এখন অনেকের ওয়াশিং মেশিনে কাপড় শুকিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। চাইলে "ড্রাই" করার ব্যবস্থা ব্যবহার না করে হাতে নিঙড়ে নিতে পারেন। কাপড় নিঙড়ানোর ফলে হাতের পেশিতে যে চাপ পড়ে, তা থেকেও হাতের ভাল ব্যায়াম হতে পারে। ফুলঝাড়ু নিয়ে ঘর সাফাই করার সময়ে কাঁধের পেশির ব্যায়াম হয়।

৪। ঘর মোছা: ঘর মোছা সবচেয়ে ভাল ব্যায়ামগুলির মধ্যে অন্যতম। মাটিতে বসে হাত দিয়ে ঘর মুছলে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম হয়। এতে হাত, পা ও পেটের পেশিতে চাপ পড়ে। এতে অসুবিধে হলে মপ ব্যবহার করুন, সে ক্ষেত্রে হাতের ভাল ব্যায়াম হবে।

৫। গাড়ি পরিষ্কার:

যাঁদের গাড়ি রয়েছে, তাঁরা যদি নিয়ম করে গাড়ি পরিষ্কার করেন, তবে এক ঘণ্টায় গড়ে ২৩৪ ক্যালোরি ঝরতে পারে। গোটা শরীরেরই পরিশ্রম হয় এতে।

পেস্তা খাওয়ার অনেক উপকার

আইসক্রিম হোক কিংবা ফ্রায়েড রাইস মুখে পেস্তা পড়লে খাবারের স্বাদ বেড়ে দ্বিগুণ হয়। তবে শুধু স্বাদ নয়, শরীরের জন্যেও অত্যন্ত জরুরি পেস্তা। ফাইবার, প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন বি ৬, পটাশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর পুষ্টিগুণে ঠাসা এই ফল স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে। ওজন কমাতে সাহায্য করে পেস্তা। পেস্তায় ক্যালোরির পরিমাণ কম এবং প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। ফলে পেস্তা দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি রাখে। শরীর চাঙ্গা রাখতেও পেস্তার জুড়ি মেলা ভার। তবে এত গুণ থাকা সত্ত্বেও পেস্তা খাওয়ার পরিমাণে রাশ টানতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। পেস্তা খাওয়ার উপকারিতা যেমন আছে, তেমনই বেশি খেলে সমস্যায় পড়তেও হতে পারে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেস্তা খেলে কী কী শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে?

ওজন বেড়ে যাওয়া পেস্তা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে সে কথা ঠিক। তবে ক্যালোরির পরিমাণ কম থাকলে একেবারে যে নেই, তা নয়। তাই পেস্তা খাওয়ার পরিমাণ নিয়ে সতর্ক থাকলেই ভাল। এক কাপ পেস্তায় রয়েছে ৭০০ ক্যালোরি। খাওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

হজমের গোলমাল পেস্তায় ফাইবার রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। সেই কারণে পেস্তা হজমের সমস্যা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। আর উচ্চ মাত্রার ফাইবার আছে বলেই বেশি খেলে উল্টে হজমের গোলমাল দেখা দিতে পারে। তাই পেস্তা সব সময় অল্প করে খাওয়াই শ্রেয়। রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যাওয়া পেস্তায় সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি। সেই জন্য উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের পেস্তা খেতে মানা করেন চিকিতকেরা। বেশি পেস্তা খেলে শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। সোডিয়াম উচ্চ রক্তচাপের নেপথ্যে আছে। পেস্তা খান, তবে রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে মাত্রাছাড়া খাবেন না।

সিকিমে নিখোঁজ অসমের সেনা জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার, রবিবার বিকালে বাকসার স্বগৃহে আসবে মরদেহ

বাকসা (অসম), ৮ অক্টোবর (হি.স.) : সিকিমের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় নিখোঁজ অসমের সেনা জওয়ান মিঠু কলিতার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ রবিবার বিকালে বাকসা জেলার অন্তর্গত আনন্দবাজারের হাটখোলায় স্বগৃহে নিয়ে আসা হবে তাঁর মরদেহ।

নিউ জলপাইগুড়ির একটি হাসপাতালের মর্গে গতকাল তাঁর পরিবারের লোকজন মৃতদেহটি মিঠু কলিতার বলে মৃতদেহ শনাক্ত করেছেন। গত ৫ অক্টোবর সিকিমে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় নিখোঁজ হয়েছিলেন সেনা জওয়ান মিঠু। গতকাল সিকিমের লিংহেমতার এলাকা থেকে মিঠুকে উদ্ধার করা হয়েছিল। আজ বিকালে আনন্দবাজারের বাসগৃহে নিয়ে আসা হবে কফিনবন্দি মিঠু কলিতার মৃতদেহ। এখানে সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

এদিকে মিঠু কলিতার মৃত্যুতে তাঁর বাড়ি তো বটেই, গোটা হাটখোলায় শোকাকুল পরিবেশ বিরাজ করছে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান মিঠু কলিতা আলিপুরদুয়ারে নিয়োজিত ছিলেন।। বিভাগীয় নির্দেশে বন্যার্তদের ত্রাণ ও উদ্ধারে তিনি বন্যা কবলিত সিকিমে গিয়েছিলেন। কিন্তু সিকিমের দুর্যোগে প্রাণ হারাতে হয়েছে তাঁকে। প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর থেকে তাঁর সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

অবশেষে খাঁচাবন্দি আলিপুরদুয়ারের 'মানুষখেকো' চিতাবাঘ

আলিপুরদুয়ার, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : আলিপুরদুয়ারের সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে অবশেষে খাঁচাবন্দি হল 'মানুষখেকো' চিতাবাঘ। ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচাবন্দি করা হল চিতাবাঘটিকে। স্বস্তিতে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের তাসাটি চা বাগানের ঘাসি লাইনের বাসিন্দারা।

বেশ কয়েকদিন ধরে ওই চিতাবাঘটির আনাগোনা এলাকায় বাড়তে থাকে। গত ৫ অক্টোবর স্থানীয় বাসিন্দা বছর বারোর দীপেশ ওঁরাওকে বাড়ির পাশ থেকে মুখে করে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘটি। স্থানীয়রা তা দেখতে পান। চিতাবাঘের মুখ থেকে তাকে কোনওক্রমে রক্ষা করা হয়। তবে দীপেশকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। তার বেশ কয়েকদিন পর ওই এলাকারই একই বাড়ির তিন ভাইকে জখম করে চিতাবাঘটিকে। এছাড়া ওই এলাকায় চিতাবাঘের আক্রমণে প্রাণ হারান এক বৃদ্ধাও।

স্থানীয় বাসিন্দারা চিতাবাঘটিকে খাঁচাবন্দি করার দাবি জানিয়েছিলেন। সেই মতো চিতাবাঘ ধরতে কার্যত কোমর বেঁধে নামে বনদপ্তর। ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতা হয়। তাতেই শনিবার রাতে ধরা পড়ে চিতাবাঘটি। বনদপ্তর সূত্রে খবর, চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। 'মানুষখেকো' চিতাবাঘটি ধরা পড়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তিতে এলাকাবাসী।

'এখনই বেরিয়ে যান, ফিরহাদ আমাদের ভগবান', সিবিআই হানা দিতেই ফিরহাদের বাড়ির সামনে সরব অনুগামীরা

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : রবিবার পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে সিবিআই হানা দিতেই। ফিরহাদের বাড়ির সামনে ভিড় জমিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও মেয়রের অনুগামীরা। তাঁদের সাফ দাবি, "উনি আমাদের ভগবান। এখনই ববিদার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাক সিবিআই কর্তারা।" একইসঙ্গে তাঁদের প্রশ্ন, কেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে যাচ্ছে না কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা?

রবিবার সকালে নিজাম প্যালেস থেকে মোট ১০টি গাড়িতে বেরন সিবিআই আধিকারিকরা। তার মধ্যে একটি গাড়ি মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদের চেতলার বাড়ির সামনে পৌঁছয়। ৫-৬জন সিবিআই আধিকারিক ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে ঢোকেন। সঙ্গে রয়েছেন এক মহিলা আধিকারিকও। মেয়রের নিরাপত্তারক্ষীদেরও তাঁর বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলেই অভিযোগ। চেতলায় মন্ত্রীর বাড়ি ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিকে, ফিরহাদের বাড়িতে সিবিআই হানার কথা শুনেই অনুগামীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে হেনস্তা করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মেয়র তথা মন্ত্রীর অনুগামীরা। তাঁদের দাবি, "দিল্লিতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ধরনা দিয়েছে তৃণমূল।

তার বদলা নিতেই সিবিআইয়ের এই তৎপরতা। পুরোটাই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা।" চেতলা এলাকার বাসিন্দাদের কথায়, "ববিদা আমাদের ভগবান। এলাকার জন্য উনি প্রাণ দিতে পারেন। ওঁকে অযথা হেনস্তা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে তাঁদের প্রশ্ন, শুভেন্দু-সহ বিজেপি নেতাদের বাড়িতে যাচ্ছে না কেন ইডি-সিবিআই?" সবমিলিয়ে এদিন সকাল থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হানা ঘিরে উত্তাপ ছড়িয়েছে চেতলা এলাকায়।

সূত্রের খবর, ফিরহাদ হাকিমের মেয়ে প্রিয়দর্শীনি, মন্ত্রীর ব্যক্তিগত আইনজীবী গোপাল হালদারকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। আইনজীবী জানিয়েছেন, তিনি খবর পেয়ে এসেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁকে ঢুকতে দিচ্ছে না। এমনকী, মন্ত্রীর মোবাইলও নিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

১৪৪ ধারার মধ্যে কিভাবে ধর্না, মুখ্যসচিবকে চিঠি দিল রাজভবন

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পের বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে রাজভবনের সামনে ধর্না বসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ধর্নার নেতৃত্ব দিচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনের সামনে ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও কার অনুমতিতে তৃণমূলের ধর্নাচলছে তা জানতে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কৈফিয়ত তলব করল রাজভবন। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়ে রাজভবন থেকে চিঠি গেল মুখ্যসচিবের দফতরে।

দার্জিলিং সফর শেষ করে রবিবার বিকেলেই কলকাতায় ফিরছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শনিবার দার্জিলিংয়ে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ মজুমদার, মহুয়া মৈত্র। তাঁদের রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়েছিন, কলকাতায় ফিরে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গেও দেখা করবেন তিনি। এর মাঝেই রাজভবনের সামনে তৃণমূলের ধর্না নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিভি আনন্দ বোস। তৃণমূলের ধরনা নিয়ে কলকাতা ফেরার আগেই রাজভবনের তরফে একটি চিঠি গেল মুখ্যসচিবের কাছে। সেখানে তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচি নিয়ে তোলা হয়েছে একাধিক প্রশ্ন।

জানা গিয়েছে, আইনের একাধিক ধারা তুলে রাজভবনের পাঠানো চিঠিতে মুখ্যসচিবের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, রাজভবনের সামনে তৃণমূলকে ধর্না করার অনুমতি কে দিল? যেহেতু রাজভবনের সামনে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে, তাই সেখানে কীভাবে ধর্না মঞ্চ বাঁধল তৃণমূল? এইসব প্রশ্নের জবাব মুখ্যসচিবের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে বলে রাজভবন সূত্রে খবর। রাজভবন চিঠিতে আরও উল্লেখ করেছে, ধরনা মঞ্চ সরাতে রাজ্য প্রশাসনের তরফে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে? এখানে কি কোনও আইন ভাঙা হয়েছে? সবকিছুই অবিলম্বে রাজভবনকে জানাতে বলা হয়েছে।

হালিশহর এবং কাঁচড়াপাড়াতেও পৌঁছে গেল সিবিআই, সেখানেও পুর নিয়োগ মামলায় চলছে অভিযান

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): পুর নিয়োগ মামলায় কলকাতার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর এবং কাঁচরাপাড়াতেও পৌঁছে গেল সিবিআই। রবিবার হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান অংশুমান রায়ের বাড়িতে যায় সিবিআই। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পুরপ্রধান ছিলেন ওই তৃণমূল নেতা। রবিবার সকালে অংশুমানের বাড়িতে যায় সিবিআইয়ের চার সদস্যের একটি দল। তাঁর বাড়ির আলমারি ঘেঁটে কাগজপত্র বার করে দেখতে থাকেন আধিকারিকরা। একটি সূত্রে খবর, হালিশহর পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি বিষয়ে প্রাক্তন পুরপ্রধানকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন সিবিআই অফিসাররা।

অন্য দিকে, কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুদমা রায়ের বাড়িতেও সিবিআই তল্লাশি চলছে। সুদমার কাঁচড়াপাড়ার বাড়িতে গিয়েছেন সিবিআই-এর প্রতিনিধিরা। ওই পুরসভায় কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলছে বলে সিবিআইয়ের একটি সূত্রে খবর। সুদমার এক ঘনিষ্ঠ জানাচ্ছেন, প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়ির থেকেও বিভিন্ন কাগজপত্র খতিয়ে দেখছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসাররা।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৯ থেকে ১২ অক্টোবর ইতালি ও ফ্রান্স সফরে

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৯ থেকে ১২ অক্টোবর ইতালি ও ফ্রান্স সফর করবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দুই দেশ সফরের প্রথম ধাপে রোমে ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইডো ক্রিসেত্তোর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে। রবিবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তি এই তথ্য জানিয়েছে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় ভারত ও ইতালির মধ্যেকার সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বে রূপ নিয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, রাজনাথ সিংয়ের সফরের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি প্যারিসে তাঁর ফরাসি সশস্ত্র বাহিনী মন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্নুর সঙ্গে পঞ্চমতম বার্ষিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বৈঠক করবেন। সম্প্রতি ভারত ও ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের ২৫ বছর উদযাপন করছে। দুই দেশের মধ্যে গভীর দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্ক বিদ্ধমান রয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, রোম এবং প্যারিসে শিল্প সহযোগিতার সম্ভাব্য সুযোগ নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করবেন। সিইও ও প্রতিরক্ষা শিল্পের বর্ষীয়ান প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কর্মসূচি রয়েছে।

দরিদ্রদের জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মোদী সরকার : অনুরাগ ঠাকুর

হামিরপুর, ৮ অক্টোবর (হি.স.): দরিদ্রদের জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মোদী সরকার। বললেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। একইসঙ্গে বিরোধীদের আইএনডিআই জোটের তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। রবিবার হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'নিজেদের দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ লুকানোর জায়গা নেই বিরোধীদের, তাই তাঁরা ইউপিএ-র নাম পরিবর্তন করে আইএনডিআই জোট করেছে।'

কংগ্রেস সাংসদ রাহুলকে আক্রমণ করে অনুরাগ বলেন, 'রাহুল গান্ধী ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রতি যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন তা দেশের সামনে রয়েছে... এ জন্য তিনি নিজের লোকসভার সাংসদ পদ হারিয়েছিলেন, তারা কী করবে? যখন তারা প্রশাসনে ব্যর্থ হয়েছে, তারা জাতপাতের কথা বলছে... মোদী সরকার দরিদ্রদের জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

বদ্রীনাথের পর এবার কেদারনাথ, উত্তরাখণ্ডের দুই পবিত্র ধাম দর্শন করলেন যোগী আদিত্যনাথ

চামোলি, ৮ অক্টোবর (হি.স.): বদ্রীনাথের পর কেদারনাথ মন্দিরও দর্শন করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দুই পবিত্র ধামে পুজোও দিয়েছেন তিনি। শনিবার বদ্রীনাথ মন্দির দর্শন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, আর রবিবার তিনি কেদারনাথ মন্দির দর্শন করেছেন।

কেদারনাথ মন্দির দর্শন করার পর যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, শ্রী বদ্রীনাথ ধাম ও কেদারনাথ দেখার সুযোগ পেলাম আমি। বদ্রীনাথ ধাম নতুন নির্মাণের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে...দেশে এমনকি সারা বিশ্বের যেখানেই ভক্তরা বাস করেন তারা বিপুল বিশ্বাস এবং উত্তেজনা নিয়ে এখানে আসেন... লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই তীর্থস্থানে আসছেন এটা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা।'

এর আগে শনিবার বদ্রীনাথ মন্দির দর্শন করেন যোগী আদিত্যনাথ। তিনি মানা পাস গ্রামেও যান, সেখানে গিয়ে সেনা জওয়ানদের সঙ্গেও কথা বলেন।

সিকিমের বিপর্যয়ে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ৬ পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, চিন্তায় পরিবার

ফুলবাড়ি, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : সিকিমের বিপর্যয়ে নিখোঁজ কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ছয়জন পরিযায়ী শ্রমিক। সিকিমের বিপর্যয়ের পর থেকে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই ছয়জন পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ করতে পারছে না পরিবার। স্বাভাবিকভাবেই ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার চিন্তায় রয়েছেন।

যদিও ওই শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদেরকে ঠিকাদার জানিয়েছেন, সকলে ভালো আছেন। কিন্তু পরিবারের লোকজন তাঁদের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কথা বলতে না পারায় সকলেই উদ্বিগ্ন।

জমজমাট রবিবাসরীয় পুজোর বাজার, ক্রেতাদের ভিড়ে মুখে হাসি বিক্রেতাদের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): পুজোর বাকি আর দিন মাত্র কিছু দিন। আশ্বিনের আকাশে ২৪ ঘন্টা আগেও রোদ-বৃষ্টির খেলা চলছিল। বৃষ্টি ভাসিয়েছিল পুজোর বাজার। তবে এই রবিবার আকাশ পরিষ্কার। সকাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন বাজারগুলিতে উপচে পড়ল ক্রেতাদের ভিড়। ক্রেতাদের ভিড় দেখতেই খুশি ব্যবসায়ীরা।

নিউমার্কেট হোক অথবা হাতিবাগান, কিংবা ধর্মতলা সর্বত্রই জমজমাট ভিড়। ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে মহানগরীর অন্য বাজারেও। আবহাওয়া সহায় থাকায় সকাল থেকেই সবাই বেরিয়ে পড়েছেন পুজোর কেনাকাটা করতে। পুজোর আগে ক্রেতাদের ভিড় দেখতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি বিক্রেতারা।

বিরোধীদের খোলামেলা বিতর্কের চ্যালেঞ্জ পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর

চণ্ডিগড়, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান সমস্ত বিরোধী নেতাদের পঞ্জাবের সমস্যা নিয়ে খোলামেলা বিতর্কের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী পয়লা নভেম্বর পঞ্জাব দিবসে সকল বিরোধী দলকে বিতর্কের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের বক্তব্যকে নিত্যদিনের ঝগড়া বলে অভিহিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই চ্যালেঞ্জের পর থেকেই পঞ্জাব জুড়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। চণ্ডীগড়ে এই প্রথমবার উন্মুক্ত বিতর্কের জন্য কোনও প্ল্যাটফর্মের আয়োজন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান রবিবার এক্স মাধ্যমে লেখেন, "আমি বিজেপি সভাপতি সুনীল জাখর, অকালি দলের সুখবীর সিং বাদল, রাজা ওয়ার্ডিং এবং কংগ্রেসের প্রতাপ বাজওয়াকে খোলা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" প্রতিদিনের অপবাদের পরিবর্তে, তিনি পঞ্জাবের জনগণ এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে বসে খোলাখুলি সবকিছু নিয়ে আলোচনা করতে চান। সবকিছু বিষয়কেই তিনি সরাসরি বিতর্কের বিষয়বস্তু হিসেবে তুলে ধরে আলোচনা করতে চান। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আপনারা কাগজপত্র সঙ্গে আনতে পারেন, তবে আমি মুখে কথা বলব। পয়লা নভেম্বর "পঞ্জাব দিবস" শুভ দিন। আপানারা প্রস্তুতির জন্যও অনেক সময় পাবেন। আমি পুরোপুরি প্রস্তুত কারণ সত্য বলার জন্য মুখস্থ করার দরকার পড়ে না।

সিকিমের বিপর্যয়ে মৃত ভেটাগুড়ির যুবকের বাড়িতে পার্থ

দিনহাটা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): সিকিমের বিপর্যয়ে মৃত ভেটাগুড়ি রুয়েরকুঠি গ্রামের যুবক রাহুল মোদকের বাড়িতে এলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

সিকিমের রংপোতে বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন ভেটাগুড়ির রাহুল। দিন দশেক আগেই বাড়িতে এসেছিলেন। তারপর কাজে যোগ দিতে রংপো যান। ঠিক ছিল ছুটি নিয়ে পুজোতে বাড়ি আসবেন। তার আগে বুধবার সিকিমের বিপর্যয়ে প্রাণ হারান রাহুল। বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। এই ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা গ্রামে।এই অবস্থায় রবিবার দুপুরে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মৃতের বাড়িতে যান তিনি। মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পার্থবাবু বলেন, এই ক্ষতি অপূরণীয়। সমবেদনা জানানোর ভাষা নেই। আমরা এই পরিবারের পাশে আছি। সবধরনের সহযোগিতা করা হবে।

গুয়াহাটি রেল স্টেশনে বাজেয়াপ্ত ১৩ কেজি সোনা, ধৃত এক

গুয়াহাটি, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বিপুল পরিমাণের সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে জিআরপিএফ। আজ রবিবার আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেসে রুটিন তালাশির সময় ১৩ কিলোগ্রাম ওজনের সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে অমরনাথ অশোক সাওন্ত নামের এক পাচারকারীকে।গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপিএফ থানা কর্তৃপক্ষ জানান, ১৩টি সোনার

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েল থেকে দেশে ফিরলেন নুসরত ভারুচা, থাকলেন নীরবই

মুম্বই, ৮ অক্টোবর (হি.স.): যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েল থেকে দেশে ফিরলেন অভিনেত্রী নুসরত ভারুচা। রবিবার মুম্বই বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন নুসরত। ইজরায়েলের পরিস্থিতি নিয়ে অভিনেত্রীকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা, কিন্তু তিনি নীরবই ছিলেন। কোনও কথা না বলেই বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যান নুসরত।

এর আগে নুসরত ভারুচার দলের সদস্য সঞ্চিতা ত্রিবেদী বলেন, আমরা অবশেষে অভিনেত্রী নুসরতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি এবং দূতাবাসের সহায়তায় তাকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। তিনি নিরাপদে আছেন এবং ফিরছেন। এরপর রবিবারই দেশের মাটিতে পা রেখেছেন নুসরত।

ধানবাদের জোগতায় বিকট শব্দে মাটি ফেটে ভেঙে পড়ল তিনটি বাড়ি

ধানবাদ, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের জোগতায় বিকট শব্দে ভেঙে পড়ে তিনটি বাড়ি। ঘটনার পর স্থানীয়রা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ধানবাদের বিসিসিএল আগুন প্রভাবিত এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের ক্রমাগত প্রাণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

জোগতা থানা এলাকার হরিজন বস্তির তিনটি বাড়ি রবিবার বিকট শব্দে ভেঙে পড়ে। তারপর থেকেই সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রচুর গ্যাস নির্গত হচ্ছে। ধানবাদের গোফে এখনও পর্যন্ত ৩টি বাড়ি মাটিতে ধসে পড়েছে। ঘরের সব জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গোফে হাফ ডজনেরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গ্রামে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মানুষজন আতঙ্কে দিনযাপন করছে। স্থানীয় জনগণ বিসিসিএলের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করছে। ক্ষোভে কাঁকানি আউটসোর্সিংয়ের পরিবহন কাজ বন্ধ করে দিয়েছে গ্রামবাসী। ঘটনার পর থেকে বিসিসিএলের কোনও আধিকারিক ঘটনাস্থল আসেনি বলেও অভিযোগ জানিয়েছে গ্রামবাসীরা।

মণিপুরে মন্ত্রী আবাসের বাইরে বোমা বিস্ফোরণ, আহত সিআরপিএফ জওয়ান

ইমফল, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : ইমফল পশ্চিম জেলার অন্তর্গত সিংজামেই এলাকায় রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতিরাজ দফতরের মন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদের আবাসের প্রবেশদ্বারে বোমা বিস্ফোরণের এক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনায় সিআরপিএফ-এর এক জওয়ান জখম হয়েছেন। ঘটনা গতকাল শনিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে।

আজ রবিবার মন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ ঘটনার তথ্য দিয়ে জানান, গতকাল রাত প্রায় ৯:৫০ মিনিট নাগাদ তাঁর আবাসের প্রবেশদ্বার থেকে ১০-১৫ মিটার দূরে অজ্ঞাতপরিচয় বাইকার্স একটি হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায়। নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেনেডটি প্রচণ্ড শব্দ করে বিস্ফোরিত হয়। তখন নিয়াপত্তার কাজে নিয়োজিত সিআরপিএফ-এর জনৈক এসআই দাস নামের জওয়ান জখম হয়েছেন।

তাঁর ডান হাতে গ্রেনেডের বারুদ ছিটকে পড়েছে। ঘটনার সময় মন্ত্রী তাঁর আবাসেই ছিলেন, জানান খেমচাঁদ।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই অকুস্থলে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং।

তিনি পুলিশ ও নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের কাছ থেকে ঘটনার তথ্য নিয়েছেন। এ ধরনের বোমা হামলার তীব্র নিন্দা করে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শীঘ্র গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন।

প্রায় ছ'ঘণ্টা তল্লাশির পর মদনের দুই বাড়ি থেকেই বেরিয়ে গেল সিবিআই

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): প্রায় ছ'ঘণ্টার তল্লাশির পর তৃণমূলের কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সিবিআই। রবিবার মদনের দু'টি বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল সিবিআইয়ের দু'টি দল। দুপুর আড়াইটে থেকে পৌনে তিনটের মধ্যে তারা বেরিয়ে যায় মদনের দু'টি বাড়ি থেকেই। পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় মদনের বাড়িতে এই তল্লাশি চালানো হয়েছিল বলে খবর সিবিআই সূত্রে। বিধায়কের বাড়ি থেকে সিবিআই কোনও তথ্যপ্রমাণ পেল কি না, তা স্পষ্ট নয়।

রবিবার সকালেই কামারহাটির তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে পৌঁছেছিল সিবিআইয়ের একটি দল। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রেই জানা গিয়েছিল, পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তল্লাশি চালানোর জন্য রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদনের ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছেন তাঁদের আধিকারিকেরা। সেই সময় বাড়িতেই ছিলেন মদন। সিবিআই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ বলেও জানা গিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সূত্রে। প্রায় পাঁচঘণ্টা তল্লাশি চলাকালীন মদনকে কী জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তার কী জবাবই বা পেয়েছে সিবিআই, সে ব্যাপারে অবশ্য কিছু জানানো হয়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে।মদনের তরফেও এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। রবিবার দুপুরে মদনের বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসেন সিবিআই আধিকারিকেরা তখনও বাড়ির ভিতরেই ছিলেন কামারহাটির বিধায়ক। তিনি বাইরে আসেননি। এদিন সিবিআইয়ের আরও একটি দল মদনের দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে গিয়েছিল। তিন জন সিবিআই আধিকারিক সেখানে তদন্ত চালাচ্ছিলেন। দুপুরে সেই বাড়ি থেকেই তল্লাশি শেষ করে বেরিয়ে আসেন সিবিআই আধিকারিকেরা। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আজ মদনের বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছিল। কারণ কেন্দ্রীয় সংস্থা আশঙ্কা করেছিল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সে রকম কিছু হয়নি।

উল্লেখ্য, পুর-নিয়োগ মামলায় রবিবার সকাল থেকেই জায়গায় জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে সিবিআই। প্রথমে রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে সিবিআই আধিকারিকদের যাওয়ার খবর মেলে। তার পর একে একে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের ভবানীপুর এবং দক্ষিণেশ্বরের আবাসস্থলে সিবিআই অভিযান হয়। উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর এবং কাঁচরাপাড়াতে যায় সিবিআই। হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান অংশুমান রায় এবং কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুদমা রায়ের বাড়িতে অভিযান হয়েছে। সিবিআইয়ের পৃথক পৃথক দল গিয়েছে দমদম পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান হরেন্দ্র সিংহ এবং নিউ বারাকপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান তৃপ্তি মজুমদারের বাড়ি।

কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অসীম সাহার বাড়িতে আবার হানা দিল সিবিআই হানা

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): ফের নদিয়ার কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অসীম সাহার বাড়িতে হানা দিল সিবিআই হানা। তাঁর কাছ থেকে আগেই নেওয়া হয়েছে নিয়োগ সংক্রান্ত নথি। পুর নিয়োগকাণ্ডের তদন্তে রবিবার সকালে নদিয়ার কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অসীম সাহার বাড়িতে হানা দিল সিবিআই। এদিন অসীমের বাড়িতে সিবিআইয়ের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল গিয়েছে।

অসীম বর্তমান পুরবোর্ডের সদস্য। সেই সঙ্গে তৃণমূলের নদিয়া উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদকও। নিয়োগ মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষ এবং অয়ন শীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অসীমের নাম পাওয়া গিয়েছে। তার পর পুর-নিয়োগ মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে জানায় তদন্তকারী সংস্থা। বিভিন্ন সূত্র ধরেই পরবর্তী সময়ে আদালতের নির্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার তদন্তে নেমেছে সিবিআই। রবিবার সকালে কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধানের কৃষ্ণনগর থানা এলাকার শক্তিনগের বাড়ি কার্যত ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর পর দফায় দফায় জিজ্ঞেস করা হচ্ছে অসীমকে। ধৃত অয়নের সংস্থাকে পুরসভার কর্মীনিয়োগ পরীক্ষার বরাত দেওয়া নিয়ে অসীমের কী ভূমিকা ছিল, সে ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে বলে খবর। তা ছাড়াও, খতিয়ে দেখা হচ্ছে তৃণমূল নেতার সম্পত্তির হিসাব। সিবিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি, অসীমের একাধিক কথায় অসঙ্গতি পেয়েছেন তদন্তকারীরা। এ নিয়ে সকাল থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

উল্লেখ্য, পুর-নিয়োগ মামলায় রবিবার সকাল থেকেই জায়গায় জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে সিবিআই। প্রথমে রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে সিবিআই আধিকারিকদের যাওয়ার খবর মেলে। তার পর একে একে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের ভবানীপুর এবং দক্ষিণেশ্বরের আবাসস্থলে সিবিআই অভিযান হয়। উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর এবং কাঁচরাপাড়াতে যায় সিবিআই। হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান অংশুমান রায় এবং কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুদমা রায়ের বাড়িতে অভিযান হয়েছে। সিবিআইয়ের পৃথক পৃথক দল গিয়েছে দমদম পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান হরেন্দ্র সিংহ এবং নিউ ব্যারাকপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান তৃপ্তি মজুমদারের বাড়ি।

গুয়াহাটিতে যুবক খুন

গুয়াহাটি, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের নুনমাটি গণেশমন্দির রোডের ১৪ নম্বর বাই-লেনে সংগঠিত রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের আংশিক খোলসা হয়েছে আজ রবিবার। শনিবার রাতে গুয়াহাটির ভূতনাথ শ্মশানে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। পরবর্তীতে মৃত যুবককে জনৈক রোহিত দরজি বলে শনাক্ত হয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করে।

এদিকে আজ নুনমাটি গণেশমন্দির রোডে সংস্থাপিত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চোখ ছানাবড়া পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকদের। ফুটেজে দেখা গেছে, একটি স্কুটির ফুটবোর্ডে একটি মৃতদেহ বসিয়ে শনিবার

৯ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি, চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামীকাল (৯ অক্টোবর) নতুন দিল্লিতে ন্যায্য ও স্থিতিস্থাপক কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার ওপর আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। ৯ থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্মেলন। ৪-দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) এবং কনসালটেটিভ গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ।

আইসিএআর-এর মহাপরিচালক ডঃ হিমাংশু পাঠক বলেছেন, সম্মেলন এবং এই সম্মেলনের থিম, সাম্প্রতিক জি-২০ শিখর সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ যা দ্ব্যর্থহীনভাবে নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে সমর্থন করে। এই সম্মেলনে প্রধান বক্তাদের মধ্যে থাকবেন কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, ভারতের জি-২০ শেরপা অমিতাভ কান্ত এবং সিজিআইএআর-এর অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাহী ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক অ্যান্ড্রু ক্যাম্পবেল। সম্মেলনে প্রায় ৬০টি দেশের ৬০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বৃষ্টি দুর্যোগ কাটতেই গরমের দাপট শুরু, তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী তিলোত্তমায়

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): বৃষ্টির দুর্যোগ কেটেছে, আর বৃষ্টির দুর্যোগ কাটতেই শুরু হয়েছে গরমের দাপট। তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী তিলোত্তমায়, পারদ চড়ছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৫ ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এই মুহূর্তের দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির ভ্রূকুটি নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ৯ থেকে ১১ অক্টোবর সময়কালে দক্ষিণবঙ্গে কমের দিকেই থাকবে বৃষ্টিপাত। মহানগরীতেও সেভাবে হবে না বৃষ্টিপাত।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। সোমবারের পর আরও উন্নতি হতে পারে আবহাওয়ার।

১৬৬-তম বর্ষে পা রাখছে মধ্য কলকাতার রায় পরিবারের পুজো, দেখতে আসছে ইউনেস্কো

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): মধ্য কলকাতার বদনচাঁদ রায় পরিবারের পুজো এবার ১৬৬-তম বর্ষে পা রাখছে। শহরের শতাব্দী প্রাচীন বনেদিয়ানার ঐতিহ্যশালায় এটি অন্যতম একটি। খাতায় কলমে রায় পরিবারের পুজোর বয়স ১৬৬ বছর। ১৮৫৭ সালে বদনচাঁদের হাত ধরেই মধ্য কলকাতার কবিরাজ লেনে রায় পরিবারের দুর্গাপুজোর শুরু। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কারণে এই বাড়ি থেকে পুজো অন্যত্র সরলেও পরের বছরই তা স্বস্থানে ফিরে আসে। তদানীন্তন পুলিশ কর্তা সত্যব্রত মুখার্জির অনুরোধে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে বদনচাঁদ রায়ের কেনা বাড়িতেই ফিরে আসে পুজো। সেই থেকে বদনচাঁদের পঞ্চম পুরুষ এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এখন মধ্য কলকাতার রায় পরিবারের কর্তা পশুপতি রায়ই পুজোর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। এ বছর কলকাতার দু'টি বনেদি পরিবারের পুজো দেখতে আসবে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি দল। তার মধ্যে একটি মধ্য কলকাতার এই রায় বাড়ি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংঘ : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৮৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিয়ার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৫৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৮৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিয়ার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৯৬৯৪৫৮৮১৮০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩৩, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৪৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৬৪৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮০০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মন্ত্রী রতন লাল নাথের হাত ধরে পদ্ম শিবিরে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ অক্টোবর।। রবিবার মন্ত্রী রতনলাল নাথের উপস্থিতিতে রবিবার কোয়াইফাং কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক যোগদানসভা। এদিন বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছে ১১৪ জন ভোটার। তাদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে ডলে স্বাগত জানিয়েছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

জোলাইবাড়ী কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর থেকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছেন মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এতে মূল লক্ষ্য আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করানো ও জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রকে বিরোধী মুক্ত বিধানসভা হিসাবে গঠন করা। এই দুইটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। মন্ডল সভাপতির উদ্যোগে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধী শূন্য করতে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে যোগদানসভা।

রবিবার জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের কোয়াইফাং কমিউনিটি হলে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে এক যোগদানসভার আয়োজন করা হয়। এই যোগদানসভায় তিপ্রা মথা ও সি পি আই এম দল ত্যাগ করে ১১৪ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেছেন। দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে বরন করে নেন ত্রিপুরার কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আজকের এই অনুষ্ঠানে কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, প্রদীপ বরন রায় অল ত্রিপুরা ফার্মাস ক্লাবের ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি ও ভারতীয় জনতা পার্টি কিষান মোর্চার প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক, জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিজেপির দক্ষিন জেলার সহ সভাপতি চেথই মগ, যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। আজকের এই যোগদানসভায় বক্তব্যরাখতে গিয়ে বক্তারা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মসূচির কথা জনসম্মুখে তুলে ধরেন ও বিগত বাম আমলের বিভিন্ন কাজের তীব্র সমালোচনা করেন। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য বিশেষ আহব্বান জানান বক্তারা।

অটো ও বাই সাইকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৪ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। চিকিৎসকের কাছ থেকে বাড়ি ফেরার পথে যান দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত মা ও ছেলে, ঘটনায় মোট আহতের সংখ্যা ৪জন। ঘটনা রবিবার কমলপুর- আমবাসা সড়কের কমলপুর মহকুমা সদরের রুপাস্ট ক্লাবের সামনে বেলা দুইটা নাগাদ। জানা গেছে, কমলপুরের সীমান্ত গ্রাম মোহনপুরের খুদেজা বিবি ও উনার ছেলে মবিদ মিয়া কুলাই জেলা হাসপাতালে গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। সেখান থেকে ফেরার পথে তারা টি আর-০৪-৪৩৯৪ নম্বরের অটো চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। অটোটি যখন রুপাস্ট ক্লাবের সামনে আসে তখন উল্টো দিক থেকে বাই সাইকেল চেপে আসা উত্তম দেব নিয়ন্ত্রন হারিয়ে অটোর ভিতরে বাই সাইকেল সহ ঢুকে পড়েন। এতে অটো চালক হালহাটি কৃষ্ণনগর এলাকার বিশ্বজিৎ সূত্রধর, বাই সাইকেল চালক উত্তম দেব এবং মা ও ছেলে মোট চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন ঘটনার পর তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া গেছে। অটো চালক বিশ্বজিৎ সূত্রধরের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলে যোগা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ অক্টোবর।। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুল সংলগ্ন যোগা কোচিংসেন্টারের হলঘরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা যোগা এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই যোগা প্রতিযোগিতা, রবিবার সকাল এগারোটায় বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টারে প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে যোগা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগণ, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আলোচনা রাখতে গিয়ে অতিথিগন বলেন যোগা নিজেকে ভালো রাখতে পারে এবং ভালো থাকার এটিই একমাত্র কৌশল, যোগার মাধ্যমে কঠিন কঠিন রোগের নিরাময় করা যায়, যোগা প্রতিযোগিতা অংশ গ্রহন করে পুরস্কার পাওয়া সেটা বড় বিষয় নয়, কিভাবে যোগার মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ সবল রাখা যায় তার জন্য যোগাভ্যাস করা দরকার, আগামীদিনে নিজেকে ভালো রাখার একমাত্র উপায় হল এই যোগ ব্যায়াম, শরীর এবং মনকে ভালো রাখতে সকলকে প্রতিদিন যোগাভ্যাস করা দরকার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা আয়োজিত যোগা প্রতিযোগিতার সফলতা কামনা করেন উপস্থিত অতিথিগন, আজকের এই যোগা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ, বিলোনীয়া পুরপরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সহ সম্পাদক বাবুল চন্দ্র দেব, দক্ষিণ জেলা যোগা এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ।

হামাস জঙ্গিদের হামলায় ইজরায়েলে মৃত্যু ৩০০-র বেশি, আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ১,৫৯০

গাজা, ৮ অক্টোবর (হি.স.): হামাস জঙ্গিদের হামলায় রক্তবন্যা বইছে ইজরায়েলে। এখনও পর্যন্ত ৩০০-র বেশি ইজরায়েলি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ১,৫৯০ জন আহত হয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এক্স মাধ্যমে ফের হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, 'যে সব জায়গায় হামাস মোতায়েন রয়েছে, লুকিয়ে আছে সেই খারাপ শহর, আমরা সেগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করব। আমি গাজার বাসিন্দাদের বলছি, এখনই চলে যান, কারণ আমরা সর্বত্র অভিযান চালাব।'

যুদ্ধ ঘোষণার পরেই শুরু হয়ে গেল লড়াই। শনিবার দুপুরে ইজরায়েল সরকার 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' ঘোষণার পরেই গাজা ভূখণ্ডের প্যালেস্তেনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের একাধিক ঠিকানায় শুরু হয়েছে বিমান হামলা। 'জবাব' দিয়েছে হামাসও। গাজার সীমানা পেরিয়ে কয়েকশো প্যালেস্তেনীয় যোদ্ধা শনিবারই ঢুকে পড়েছে ইজরায়েলের ভূখণ্ডে। পাশাপাশি, নতুন করে রকেট হামলা চালানো হয়েছে।

আন্দামান সমুদ্র ফের কেঁপে উঠল ভূমিকম্পে, এবারের তীব্রতা ৪.৩

পোর্টব্লেয়ার, ৮ অক্টোবর (হি.স.): আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান সমুদ্র। রবিবার ভোররাত ৩.২০ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান সাগরে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি এক্স মাধ্যমে জানিয়েছে, রবিবার ভোররাত ৩.২০ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান সাগরে।

ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরতায়, ১০.৮৩ অক্ষাংশ এবং ৯৩.২৩ দ্রাঘিমাংশে। মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি। প্রসঙ্গত, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মাঝেমধ্যেই ছোট-বড় ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে।

ব্যবসায়ীকে আক্রমণ করে তিন লক্ষ টাকা ছিনতাই, ঘটনায় আটক ২ সন্দেহভাজন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। রাবার ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা ছিনতাই এর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা মধুপুর জাম চৌমুহনী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ব্যবসায়ী হরিপদ সাহা দীর্ঘদিন ধরে রাবার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। শনিবার দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। যদিও তার বাড়ি দোকান থেকে দেড়শো মিটার দূরত্বে। মাঝপথে মুখে কালো কাপড় বেঁধে তার পথ আটকায় ছিনতাইকারীরা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাতাড়ি আক্রমণ করে তার হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। তিনি জানান তার ব্যাগে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মধুপুর থানার পুলিশ। যদিও সন্দেহজনকভাবে দুই যুবককে রাতেই আটক করেছে মধুপুর পুলিশ। যদিও পুলিশ এই ঘটনার বিস্তারিত বলতে নারাজ। তদন্তের বাহানায় মুখ খুলতে চাইছেন না পুলিশ আধিকারিকরা। উল্লেখ্য কিছুদিন পূর্বে গকুলনগরের রাস্তারমাথা এলাকার ছিনতাই কাণ্ডে কমলা সাগর বিধানসভার মিয়াপাড়া ও নতুন কলোনির দুই ছিনতাইকারীকে আটক করেছিল বিশালগড় থানার পুলিশ। শনিবারের ছিনতাই কাণ্ডে এই ছিনতাইকারীরাই জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল।

যোগমায়া কালিবাড়ির শতবর্ষ উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ অক্টোবর।। এক এক করে একশ বৎসরে পদার্পন করতে চলছে বিলোনীয়া যোগমায়া কালিবাড়ির দুর্গাপূজা, শতবর্ষ দুর্গোৎসব কে স্মরনীয় করে রাখার লক্ষ্যে দুর্গোৎসব কমিটি স্বাস্থ্য শিবির থেকে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তারই অঙ্গ হিসাবে রবিবার সকাল আটটায় নাট মন্দিরে দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় ছোট ছোট কঁচি কাঁচাদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে হয় এইদিনের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে ও প্রায় একশ জন ছাত্র ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনকারি ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপস্থিত অতিথিগন সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করে, পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করার ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, অনুষ্ঠান কে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে মন্দির কমিটির সকল সদস্য সদস্যারা বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করে, আয়োজিত বসে আঁক প্রতিযোগিতা উপস্থিত ছিলেন যোগমায়া কালিবাড়ির সভাপতি ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নম: সম্পাদক পরিতোষ ভট্টাচার্য্য, সহ বিশিষ্টজনেরা।

উচ্ছেদ ঘিরে চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে যান এবং আজাদ আলীর সাথে কথাবার্তা বলেন। তবে আজাদ আলীর করুন আর্জি, তিনি অত্যন্ত গরিব। তিনি এই দোকানের উপর নির্ভরশীল। তার দোকানটি কোনো ভাবেই রক্ষা করতে না পেরে একটা সময় তিনি শরীরের মধ্যে পেট্রোল ঢেলে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। যদিও এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় তিনি এই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান বর্তমানে আজাদ আলীর দাবি তিনি এই জায়গার থেকে সেই অস্থায়ী দোকানটি সরাবেন না। পাশাপাশি তিনি ওএ জানান যে পি ডব্লিউ ডির অধীনে রয়েছে সেই জায়গাটি, তাই এই জায়গা উদ্ধারের জন্য কোনো বক্তি বলতে পারেন না। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রশাসন এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহন করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রত্যেকে।

গুরুতর ছাত্র ঃ মামলা

● প্রথম পাতার পর

গৃহশিক্ষক প্রসেনজিৎ দেবনাথ প্রায় সময় ছাত্রকে মারধর করে। ছাত্রের ওপর গৃহ শিক্ষকের শাসনের বিষয়ে কৃষ্ণ বণিকের পরিবারের লোকেরা তেমন কোন আপত্তি জানাতো না। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় ওই গৃহশিক্ষক অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া ওই নাবালক ছাত্রটিকে প্রচন্ডভাবে মারধর করে বলে অভিযোগ। গৃহ শিক্ষকের মারে ছাত্র এতটাই আহত হয় যে তাকে নতুনবাজার প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। পরবর্তী সময়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ওই আহত ছাত্রকে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আহত ছাত্রের পিতা কৃষ্ণ বনিক ওই গৃহ শিক্ষক প্রসেনজিৎ দেবনাথের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় মামলা দায়ের করেছে। ওই গৃহ শিক্ষকের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি ওই ছাত্রের পরিবারের।

বিস্কুট উদ্ধার, ধৃত এক

● প্রথম পাতার পর

গুয়াহাটি স্টেশন ছেড়ে বর্ডারগাঁও স্টেশনে সাপ্তাহিক আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস আসার পর তার নির্দিষ্ট কামরা থেকে বিপিন কুমারকে সোনার বিস্কুট সহ আটক করেন ওসি সঞ্জীব চৌধুরী।

সরব বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

নিগমের অফিস গুলিতে নেই পর্যাপ্ত পরিমানে গাড়ি। গ্রামাঞ্চল গুলির অবস্থা অত্যন্ত করুন। তিনি নিজ বিধানসভা কেন্দ্র আশারাম বাড়ির প্রসঙ্গ টেনে বলেন একবার বিদ্যুৎ নষ্ট হয়ে গেলে তিন থেকে চার দিন সময় লেগে যায় বিদ্যুৎ সংস্থার করতে। তাই সরকারের বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি না করে কিভাবে মানুষকে সঠিকভাবে পরিষেবা দেওয়া যায় সেটা গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ছিল বলে দাবি করেন তিনি।

তার কথায়, মন্ত্রী মহোদয় শুধু বলেছেন নেশা মুক্ত ত্রিপুরা করবেন কিন্তু নেশা মুক্ত ত্রিপুরা কিভাবে হবে সে বিষয়ে তাদের কাছ থেকে কোন আশা মিলছে না বিরোধী দলের। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা যদি সত্যি সরকার করতে চায় তাহলে নেশা মুক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে গিয়ে কি ধরনের ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে সে বিষয়টাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। তার কথায়, শুধু মুখে বললে চলবে না, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ প্রসঙ্গে তিনি এদিন বলেন, এ ধরনের কার্যকলাপ দুর্গাপূজার আগে অত্যন্ত অমানবিক। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য কিভাবে দয়া হলো না, তা নিয়ে পুর নিগমের দিকে প্রশ্ন তুললেন তিনি। দুর্গাপূজার আগে সকলে এই শহরে ব্যবসা করে পরিবারের চাহিদা মেটাতে চায় বলে দাবি করেন তিনি। দুর্গাপূজার আগে দিকে দিকে চাঁদার জুলুমবাজি চলছে বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ধর্মনগর থেকে আসার পথে মানুষ চাঁদার জুলুম বাজিতে পড়ছে এমনকি জনপ্রতিনিধিদের একটি পর্যন্ত থামিয়ে দিচ্ছে বলে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। নিজ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জনগণের জন্য এদিন সরকারের উদ্দেশ্যে বললেন চাঁদার জুলুমবাজি বন্ধ করার জন্য। তবে চাঁদার জুলুম বাজি রুখতে কতজনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেছেন তিনি সে বিষয়টিও তিনি জানতে চান সরকারের কাছে। পাশাপাশি সম্পদ কর নিয়েও এদিন জনগণের ভোগান্তির কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। সবমিলিয়ে বলা চলে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্যে চলমান বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বিরোধী শক্তির অস্তিত্বের জানান দিলেন বিরোধী দলনেতা।

১০ ফুটের কিং কোবরা উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

অভয়ারণ্যের কর্মীরা জানান এই কিং কোবরার ওজন প্রায় ১৫ কেজিরও বেশি হবে, লম্বা প্রায় ১০ ফুট উদ্ধার হওয়া কিং কোবরা আজ সকালে তৃষ্ণা অভয়ারণ্য নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, ইন্দিরা নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাবতলী এলাকায় এত বড় মাপের কিং কোবরা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকা আতঙ্কের পাশাপাশি চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।

অবসর প্রাপ্ত সিডিপিও

● প্রথম পাতার পর

ফলে স্কুটি চালক সুনীল পালের মাথা গাড়ির চাকার নীচে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান সুনীল পাল পরবর্তীতে পথ চলতি লোকজন এই ঘটনা দেখতে পেয়ে খবর দেন পুলিশে। এদিকে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্কুটি চালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় টেপানিয়া স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে। পরবর্তীতে মৃত সুনীল পালের নিকট আত্মীয়রা হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করেন। ময়নাতদন্তের পর সুনীল পালের মৃতদেহ নিকট আত্মীয়ের হাতে তোলে দেওয়া হয় বিকালে সোনামুখী আশ্রম সংলগ্ন মহাশ্মশানে সুনীলপালের সৎকার করা হয়। ২০১৫ সালে ওনার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। সাতসকালে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা রাজারবাগ এলাকায়।

মৃত্যু বেড়ে ২০০০

● প্রথম পাতার পর

সময় শনিবার দুপুর ১২টা ১১ মিনিটে প্রথম কম্পন হয় পশ্চিম আফগানিস্তানের হেরাতে। কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.১। তার পর দ্বিতীয় কম্পনটি হয় তার ঠিক ৮ মিনিট পর অর্থাৎ ১২টা ১৯ মিনিটে। এই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৬। তৃতীয় কম্পনটি ছিল আরও জোরালো। স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৪২ মিনিটে আবারও কাঁপে আফগানিস্তান। এই সময় কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.২। কম্পনের উৎসস্থল ছিল হেরাত থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে।

রহস্যজনক ডাকাতি

● প্রথম পাতার পর

দেখে হতভম্ব হয়ে ঘরের সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার টাকা পয়সা ডাকাত দলের হাতে তুলে দেয়। এতে বাড়ির মালিক আব্দুল আলিম এবং তার পরিবার প্রাণ ভিক্ষা পায় কোন কিছুই রাখিনি ঘরের মধ্যে ডাকাত দলের সবার মুখ বাধা ছিল দু একজন বাদে তাদের চিনতে পারেনি ওদের মুখ খুলতে নারাজ বাড়ির মালিক তবে যে গাড়ি করে ডাকাত দল এসেছে সেটা ছিল সাদা রঙের আল্টু গাড়ি। এইভাবে গভীর রাতে দুঃসাহসিক চুরি কিংবা ডাকাতি গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রথম দেখা দিয়েছে গোটা বক্সনগর এলাকায় ডাকাত দলের সদস্যরা প্রায় দু'ঘন্টা ধরে বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরে তাণ্ডব চালায় বলে জানা যায় ডাকাতদের দল বাড়ির লোকজনদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে সর্বস্ব লুট করে চলে যাওয়ার পর ডাকাতের ঘটনার খবর পেয়ে থানার পুলিশ ভোর রাতে আনুমানিক ৪ ঘটিকা সময় ছুটে যায় পরে সকাল ৯:০০ ঘটিকার সময়ে থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ডাকাতি হওয়ার ঘটনাটি তদন্ত শুরু করেন। পুলিশ যদি চেষ্টা করে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ডাকাত দলকে আটক করা সম্ভব। জানাযায় বাড়ির মালিক আব্দুল আলিম ওই এলাকার কয়েকজনের মধ্যে একজন কোটিপতি আর এই সুযোগে ডাকাত দল তার বাড়িতে হানা দেয় বলে খবর গত দু মাস আগেও একই এলাকার অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত কোটিপতি উত্তম সাহার বাড়িতে ডাকাত দল হানা দিয়ে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। পুলিশ ওই ডাকাতির ঘটনারও কোন কুলকিনারা করতে পারেনি। গত ১৫ বছর আগে সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার পূর্বে বক্সনগরে অহরহ বাংলাদেশের ডাকাতরা ভারতের প্রবেশ করে চুরি ডাকাতি করে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেত কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার পর তা অনেকটাই কমে যায়। কিন্তু গত এক বছর যাবত বক্সনগরে কয়েকটি বড় বড় চুরি বা ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এই রহস্যজনক ডাকাতির ঘটনাটি পুলিশ কিছুই করতে পারেনি। এখন দেখার বিষয় আজকের এই চুরির ঘটনায় পুলিশ কতটুকু সফলতা পায়।

বরদাস্ত করবে না মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

ছেলেমেয়েদের প্রকৃত জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরু দায়িত্ব। শিক্ষা প্রদানের জন্যই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসর্গিত হতে হবে।

তাছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য মহাবিদ্যালয় শৈক্ষিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক তীর্থরাম রিয়াং, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক সংঘের আয়োজক সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য মহাবিদ্যালয় শৈক্ষিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক তীর্থরাম রিয়াং, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক সংঘের আয়োজক সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর প্রমুখ।

অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনগুলি

● আটের পাতার পর

তপশিলি অংশের মানুষের সুরক্ষার জন্য যে আইন রয়েছে সে আইন পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে চাইছে এই সরকার। এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামা ছাড়া আর কোন উপায় নেই বলে জানান তিনি। মেলার মাঠ স্থিত কৃষক সভার হলঘরে আয়োজিত কর্মসূচিতে এদিন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু লাল সাহা, রতন ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

যোগদানসভা

● আটের পাতার পর

মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান বক্তারা। বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই যোগদানসভায় ব্যাপকহারে লোকসমাগমঘটে।

উদ্যোগে সচেতনতা শিবির

● আটের পাতার পর

আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য। অনেকেই হেলমেট পড়েন না বা হেলমেট ঝুলিয়ে সাথে নিয়ে চলেন পুলিশ দেখলে মাথায় পড়েন। কিন্তু যখন দুর্ঘটনা আসে তখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমাদের মাথাটা। আর মাথার আঘাত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ট্রাফিক পুলিশকে ফাঁকি দিতে নয় বা তাদেরকে মান্যতা দিতে নয়, আমাদের নিজেদের জীবনরক্ষার্থে ট্রাফিক আইন মেনে চলা একান্ত জরুরী। আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় অনেকেই এমন করে হাটি যেন নিজের বাড়ির উঠানে হাঁটছি, এতে দুর্ঘটনা ঘটার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাতে নিজের পাশাপাশি অপর জনকেও দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়। উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী মানুষকে নিজের জীবনরক্ষার্থে পাশাপাশি অন্যের জীবনকে রক্ষা করে সুস্থ সমাজ গঠনে ট্রাফিক আইন মেনে চলার কথা বলেন এদিনের অনুষ্ঠানে। একজন অবসরপ্রাপ্ত ট্রাফিক বিভাগে মানুষের প্রয়োজনে ট্রাফিক আইনের উপর সচেতনতা শিবির করে মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস চালিয়েছেন তার জন্য অবসরপ্রাপ্ত ট্রাফিক শৈলজা শংকর ভট্টাচার্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান তিনি। বি এম এস এর উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দাস দুর্গাপূজা এবং কালীপূজাতে কিছু কিছু পূজা কমিটি যেভাবে যানবাহন আটক করে চাঁদা আদায় করছে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। সচেতনতা মূলক শিবিরের পাশাপাশি বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ, উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এবং অন্যান্যরা রাস্তায় নেমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের কাজও করেন এদিন। যেসব দ্বিচক্র যান আরোহী হেলমেট না পড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে হেলমেট পড়ে যাতায়াত করতে বলেন এবং তা নিয়ে সচেতন করেন।

ক্রীড়াঙ্গন

জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবলে মূলপর্বের আশা জিইয়ে ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরার মেয়েরা আগামীকাল পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে খেলবে। গ্রুপ লীগ পর্যায়ে শেষ ম্যাচ। কেননা, গ্রুপের একটি দল লাক্ষাদ্বীপ শেষ মুহূর্তে টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবল ২০২৩-২৪ দ্বিতীয় স্তরের গ্রুপ ডি-তে চারটি দলের মধ্যেই খেলা হচ্ছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্ব অর্থাৎ সেমিফাইনালে খেলার প্রত্যাশা এখনও জিইয়ে রয়েছে ত্রিপুরার। তবে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। আগামীকালের ম্যাচে ত্রিপুরা পন্ডিচেরি কে বড় ব্যবধানে দুরন্ত জয় পেলেও তাকিয়ে থাকতে হবে অপর খেলা অন্ধ্রপ্রদেশ ও চন্ডিগড় এর ম্যাচের ফলাফলের দিকে। অন্ধ্রপ্রদেশ যদি অন্ততপক্ষে ড্র করে এক পয়েন্টও পেয়ে যায়, তবেই কিন্তু সেমিফাইনালে খেলার ছাড় পত্র ছিনিয়ে নেবে। তবে আগামীকালের ম্যাচে ত্রিপুরা দল জয়ের স্বাদ পেলে অন্ততপক্ষে গ্রুপ রানার্স হয়ে ঘরে ফিরতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা চন্ডিগড় কে ৩-০ গোলে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশের কাছে শুন্য-আট গোলে হেরে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। অপরদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথম ম্যাচে পন্ডিচেরিকে ৩-১ গোলে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে।

উদয়পুরে রাজ্য অনূর্ধ-১৪ দাবা সম্পন্ন জয়জয়কার মেট্রিক্সের দাবাড়ুদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। জয় জয়কার। মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ুদের। মহকুমা দাবা সংস্থা আয়োজিত রাজ্য অনূর্ধ-১৪ দাবা প্রতিযোগিতায়। রবিবার গিরিধারী পল্লির ফ্লাওয়ার্স ক্লাবে হয় আসর। তাতে অংশ নিয়েছিলো ৪২ জন দাবাড়ু। মোট ২১ টি পুরস্কারের মধ্যে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ুরা দখল করে ১৩ টি পুরস্কার। আসরে ৫ রাউন্ডে পুরো ৫ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির আগরতলা শাখার দাবাড়ু রাহুল রায়। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির আগরতলা শাখার অংশুমান দেবনাথ, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির আগরতলা শাখার রুদ্র মজুমদার, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির উদয়পুর শাখার উর্মি সাহা এবং সমাদ্রিতা সরকার। আসরে অনূর্ধ ৮ বিভাগে প্রথম ৫ টি স্থান দখল করে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির আগরতলা শাখার কানিষ্ক চৌধুরি, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির আগরতলা শাখার দেবরাজ ভট্টাচার্য, দেহান ভৌমিক, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির আগরতলা শাখার রুদ্রায়ন কর্মকার, শ্রেয়স ধর, অনূর্ধ-১০ বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির উদয়পুর শাখার ধীমায় চক্রবর্তী, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির উদয়পুর শাখার তমজিৎ সাহা, রণবিজয় পাল, আয়ুষ্মান ভৌমিক,উদয় দেব, অনূর্ধ-১২ বিভাগে শ্রীথিক মজুমদার, মেট্রিক্স চেস

বিজ্ঞপ্তি

Tripura Policy for Empanelment of Artistes / Cultural Organizations অনুযায়ী প্রথম পর্বের ছয়টি যথাক্রমে ১) সংগীত (একক ও সমবেত), ২) নৃত্য (একক ও সমবেত), ৩) ঘোষক, ৪) বাচিক শিল্পী (একক ও সমবেত), ৫) যন্ত্রশিল্পী (একক ও সমবেত) এবং ৬) নাটক ও যাত্রা বিভাগের Audition-এর ফলাফলের ভিত্তিতে Grade প্রাপ্তদের তালিকা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ওয়েবসাইট (website) www.icatripura.gov.in এ upload করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে দপ্তরের ওয়েসবাইট (website) visit করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার।

ICA/D-1095/23

অনূর্ধ ১৯ মহিলা জাতীয় ক্রিকেটে হরিয়ানায় বিধ্বস্ত হয়েই শুরু ত্রিপুরার

ত্রিপুরা: ৬৩(৪৫.৩) হরিয়ানা: ৬৪/১(১০.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। পায়েলের ১৫ আর রেশমির ১৩। এই হচ্ছে ত্রিপুরা দলের মহিলা ক্রিকেটারদের দুই অঙ্কের রান। শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন পাঁচজন। একে, তিনে আরও দুই। হরিয়ানার মেয়েরা ত্রিপুরাকে একপ্রকার খরকুটোর মতো উড়িয়ে ৯ উইকেটে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। মরশুমের প্রথম তথা মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। ইন্দোরের হোলকার-এ হচ্ছে খেলা। ক্রিকেট বোদ্ধারা বলছেন এতে আর আশ্চর্যের কি? এতো প্রত্যাশিত ফলাফল। ক্রিকেট প্রেমীদের অনেকে বলাবলি করছেন, ঘরে শান্তি না থাকলে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনাতেই হোক, আর খেলাধুলাতেই হোক; মনঃসংযোগ করে কিভাবে। এর থেকে ভালো ফলাফল স্বাভাবিক কোথায় মিলবে। অঘটন যদি ঘটে। সকাল ৯ টা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস-এ জিতে ত্রিপুরার মেয়েরা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। খেলেছে ৪৫.৩ ওভার। কিন্তু ব্যাটে বলে তেমন রানের সন্ধান নেই। ত্রিপুরার মেয়েরা ৬৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। হরিয়ানার গুলশান আলী চার রানে এবং প্রীতি প্রজাপতি সাত রানে তিনটি করে এবং ত্রিবেণী বশিষ্ঠ ২ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হরিয়ানা ৬২ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। রিফু দেববর্মার প্রথম ওভারের পঞ্চম বলে ওপেনার তানিস্কার উইকেটটি তুলে নিতে ত্রিপুরা শিবিরে একটা আশার আলো দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে তানিশা ওলান ও ত্রিবেণী বৈশিষ্ট-এর অনবদ্য অপরাজিত ব্যাটিং ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সহজ জয়ে তুলে নেয়। ত্রিপুরার পরবর্তী ম্যাচ ১০ অক্টোবর, মঙ্গলবার নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবল : গ্রুপ লিগ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
অন্ধ্রপ্রদেশ	২	২	০	০	১১-১	৬
চন্ডিগড়	২	১	০	১	১-৩	৩
ত্রিপুরা	২	১	০	১	৩-৮	৩
পন্ডিচেরি	২	০	০	২	১-৪	০
লাক্ষাদ্বীপ	০	০	০	০	০-০	০

মাস্টার ক্রিকেটার্সদের বিশ্বকাপ ক্যুইজ ঘিরে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। মডার্ন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্সদের বিশ্বকাপ ক্যুইজে ব্যাপক সারা পড়লো। মডার্ন ক্লাবের কোচিং সেন্টারের ক্রিকেটাররা তো ছিলই।ছিল আমরা তরুন দলের ক্রিকেটাররা। শুক্রবার বিকেলে, প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যেও ক্রিকেটারদের উৎসাহের ঘাটতি ছিলনা।ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্সের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্সদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন আহ্বায়ক হাবুল ভট্টাচার্য। আধুনিক ক্রিকেটের আসল কাজ ও ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অরূপ দেববর্মা। এরপর শুরু হয় ক্যুইজ।

দারুনভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয় প্রশিক্ষণে থাকা সমস্ত ক্রিকেটাররা।অভিভাবকেরাও অংশ নিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটার শঙ্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণধন দেবনাথ রাজ্য ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ সুরজিৎ ঘোষ। ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ও মডার্ন ক্লাবের ক্রিকেট কোচ ভাস্কর চক্রবর্তী ও মডার্ন ক্লাবের ক্রিকেট প্রশিক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেশব রায়। মডার্ন ক্লাবের উদ্যোগ ও সাহায্যের জন্য আয়োজিত এই আজকের অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্সরা শেষ করতে পেরেছেন। সেজন্য ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্সের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা

রাজ্য এখন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। আমাদের সরকার সমস্যা সৃষ্টি করার সরকার না। আমাদের সরকার সমস্যা সমাধান করার সরকার। আমাদের কাছে এখন আর দাবি দাওয়া করতে হয় না। দাবি দাওয়া করার আগেই আমরা তা পূরণ করে দেই। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন-ত্রিপুরার উদ্যোগে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকনগরের সম্পাদক শুভঙ্করানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল মেধাবী ১১ জন ছাত্রছাত্রীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে এই আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেত গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ইঞ্জিনিয়ারা হলেন বিশ্বকর্মা। তারা কাজ করলেই রাজ্য তৈরী হবে, দেশ তৈরী হবে। আধুনিক সমাজ বি'ান ও প্রযুক্তি নির্ভর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর কাজে ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। তাই সমাজে ইঞ্জিনিয়ারদের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য এখন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরিকাঠামোর উন্নতি হচ্ছে। রাজ্যে শিল্প স্থাপনের কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এসোসিয়েশনের সেবামূলক কাজের প্রসংশা করে বলেন, আরও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন-ত্রিপুরার সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সত্যব্রত দাস।

দুই দিনের সাংবাদিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। আগামী ২৬ - ২৭ শে অক্টোবর আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে সাংবাদিকদের দুই দিনের কর্মশালা। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবগত করার জন্য এই কর্মশালা। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সহ কারি অধ্যাপক তথা আন্তর্জাতিক মাল্টিমিডিয়া ট্রেইনার রাজীব নন্দী। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন সহায়ক প্রশিক্ষক মোঃ মাসুদ ও এমাদুল হাসান।এই দুই দিনের কর্মশালায় ওয়েব জার্নালিজম, মোবাইল জার্নালিজম, নিউজ এডিটিং, ক্যামেরা ফ্রেমিং, ক্যামেরার শব্দ ও আলোকসম্পাত, ভুয়ো সংবাদের দৌরাত্ব, ইন্টারনেটও মোবাইল সাংবাদিকতার নীতি নৈতিকতা সহ আরো বিভিন্ন বিষয় অবগত করবেন প্রশিক্ষকরা। প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের আগামী ১৫ই অক্টোবর এর মধ্যে আগরতলা প্রেস ক্লাবে নাম নথিভুক্ত করাতে হবে।

কোয়াইফাং কমিউনিটি হলে যোগদানসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। জোলাইবাড়ী কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পরথেকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনেরেখে কাজ করেযাচ্ছেযাচ্ছে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। মূল লক্ষ্য আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করানো ও জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রেকে বিরোধী মুক্ত বিধানসভা হিসাবে গঠনকরা। এই দুইটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজকরে যাচ্ছে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। মন্ডল সভাপতির উদ্যোগে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধী শূন্য করতে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠীত করাহচ্ছে যোগদানসভা। রবিবার জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের কোয়াইফাং কমিউনিটি হলে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে এক যোগদানসভার আয়োজন করাহয়। এই যোগদানসভায় তিপ্রা মথা ও সি পি আই এম দলত্যাগকরে ১১৪ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন। দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকাদিয়ে বরন করেনেন ত্রিপুরার কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আজকের এই অনুষ্ঠানে কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, প্রদীপ বরন রায় অল ত্রিপুরা ফার্মাস ক্লাবের ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি ও ভারতীয় জনতা পার্টি কিষান মোর্চার প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক, জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিজেপির দক্ষিন জেলার সহ সভাপতি চেথই মগ, যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চেঁধুরী সহ অন্যান্যরা। আজকের এই যোগদানসভায় বক্তব্যরাখতে গিয়ে বক্তারা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসন্মুখে তুলেধরেন ও বিগত বাম আমলের বিভিন্ন কাজের তীব্র সমালোচনা করেন। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে আসন্ন লোকসভানির্বাচনে বিজেপি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিটি ওয়ার্ডে হবে হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। আগরতলা পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার করা হচ্ছে। এর মধ্যে নিগমের ১৬ নং ওয়ার্ড এলাকায় হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার খোলার জন্য প্রথমে জমি পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময় স্থানীয়দের সাথে কথা বলে একটি জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই জমিতে গড়ে উঠবে এলাকাবাসী স্বার্থে হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার। রবিবার সকালে নিজ এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে এই কথা বলেছেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি ১৬ নং ওয়ার্ড এলাকা পরিদর্শন করে আরো বলেন, এলাকার রাস্তা এবং ড্রেইন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যদিও আগে থেকেই এলাকায় ড্রেইন এবং রাস্তা রয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পর পর এগুলি সংস্কারের প্রয়োজন হয়। তাই পরিদর্শনে এসে এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে কিছু রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এলাকাবাসী উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে কোন বক্তব্য রয়েছে কিনা সেই বিষয়ে অবগত হন মেয়র এদিন। তিনি আরো বলেন আগরতলা শহরকে সাজিয়ে তুলতে আগরতলা পুর নিগম বদ্ধপরিকর। আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে প্রত্যেক ওয়ার্ড এলাকায় অর্থরাশি প্রদান করা হয়েছে। যাতে করে এই পর্যাপ্ত অর্থরাশি দিয়ে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ দুর্গাপূজার আগেই সম্পূর্ণ করেন কাউন্সিলররা। এ ধরনের ওয়ার্ড এলাকার পরিদর্শন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান মেয়র।

নেশার সমুদ্রে পাহাড়ি এলাকার যুব সমাজ পুলিশের কঠোর পদক্ষেপের দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। নেশার সাগরে ভাসছে পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্র। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা দূর করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এজন্য শুধুমাত্র পুলিশ কিংবা সরকার একার পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্টকর। এজন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। অন্যথায় সমাজব্যবস্থা আরো ভয়ংকর পরিণতির দিকে ধাবিত হবে।

হেজামারা ব্লক এলাকার পাহাড়ী এলাকা বর্তমানে নেশার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। দিন থেকে রাত যুবসমাজ নেশায় বিভোর হয়ে প্রতিদিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নেশার পয়সা জোগাড় করতে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে যুবক-যুবতীরা। নেশা কারবারীদের লাগাম টানতে রীতিমতো ব্যর্থ পুলিশ। গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা প্রতিদিন ড্রাগসের নেশায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নেওয়ার পাশাপাশি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং বিভিন্ন নেশা সামগ্রী এখন যুব সমাজের হাতের মুঠোয়। হেজামারা ব্লক এলাকার বরকাঠাল, এসরায়, ডুঙরাকামী, সুরেন্দ্রনগর সমেত বিস্তীর্ণ এলাকার যুবক-যুবতীরা নেশার করাল গ্রাসে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়ে গেছে। চুরাইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে নেশা সামগ্রীগুলো রাজ্যে প্রবেশ করার পর শহর থেকে প্রত্যন্তগ্রামের যুবক যুবতীদের হাতে নাগালে পৌঁছে যাচ্ছে।

কিন্তু এই নেশা কারবারি এবং নেশার রমরমা রুখতে পুরোপুরি ব্যর্থ সিধাই থানার পুলিশ।

স্থানীয় মানুষদের দাবি নেশার থাবা থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

অবসর প্রাপ্ত ট্রাফিক কর্মীর উদ্যোগে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ অক্টোবর।। অবসরপ্রাপ্ত ট্রাফিক শৈলজা শংকর ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ট্রাফিক আইন নিয়ে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার ধর্মনগরে। এদিন ধর্মনগর থানাধীন কামেশ্বর বাজারে অবসরপ্রাপ্ত ট্রাফিক শৈলজা শঙ্কর ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এই সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক আইন কতটুকু কার্যকরী তা নিয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবিরটির আয়োজন করেন অবসরপ্রাপ্ত ট্রাফিক কর্মকর্তা। উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ, উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, বিএমএস-র উত্তর জেলা সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দাস ,কামেশ্বর পঞ্চায়েতের প্রধান সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা। এই সভায় বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ বলেন, উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা হয়েও যেভাবে মানুষের ডাকে মানবিকতা দেখিয়ে প্রতিটা ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছেন তার জন্য উনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাছাড়া তিনি বলেন, ট্রাফিক আইন ট্রাফিকদের জন্য নয়, আমাদের সুস্থ জীবন যাপন এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উশৃঙ্খলতা সরকার বরদাস্ত করবে না মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হচ্ছে একটি পবিত্র স্থান। এখানে ছেলেমেয়েদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উশৃঙ্খলতা রাজ্য সরকার বরদাস্ত করবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। আজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা বীর বিক্রম অডিটরিয়ামে ত্রিপুরা রাজ্য মহাবিদ্যালয় শৈক্ষিক সংঘের বার্ষিক সাধারণসভার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুদৃঢ় প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষাক্ষেত্র সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশ আজ এগিয়ে চলছে। সম্প্রতি ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ভারতকে বিশ্বগুরু বানানোর কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। এজন্য গুণগত শিক্ষার সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দিশায় রাজ্য সরকারও গুণগত শিক্ষার সম্প্রাসারণে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। কিন্তু একটা সময় রাজ্যে আন্দোলনের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চরম নৈরাজ্য তৈরী করা হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সুস্থ পরিবেশ তৈরী হয়েছে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন বলেন, যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার অনুষ্ঠিত হল বিশেষ লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। রবিবার রাজ্যের সমস্ত জেলা ও মহকুমা আদালত প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ লোক আদালত।

গত ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। ত্রিপুরা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সব্যসাচি দত্ত পুরকায়স্থ বিস্তারিত বলতে গিয়ে জানান, বিশেষ লোক আদালতে ২২ হাজার ৮৮৯ টি মামলা নিস্পত্তির জন্য তোলা হয়েছে এবার। এর মধ্যে মোটর ভ্যাহিকেল অ্যাক্টে ১১ হাজার ৬৪৫ টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত ৮৩ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধ সংক্রান্ত মামলা ৩৪ টি , মীমাংসাযোগ্য ফৌজদারি ধারায় ৩১৫ টি মামলা সহ বিভিন্ন মামলা উঠে বিশেষ লোক আদালতে। ১৫ টি স্থানে মোট ৩৩ টি বেঞ্চে এই লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই লোক আদালতকে কেন্দ্র করে ভাল সাড়া মিলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন প্রচুর মামলা নিস্পত্তি ঘটছে। তবে ধলাই জেলায় ভারী বর্ষণের কারনে কিছুটা সমস্যা হয় বলেও জানা গেছে।

১৭ দফা দাবির ভিত্তিতে কনভেনশন অনুষ্ঠিত করবে সিটুর অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। আগামী ২৩ নভেম্বর আগরতলা শহরে রাজ্যভিত্তিক ১৭ দফা দাবিতে এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে। তারপর আগামী ৪ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট অভিযান করা হবে। রবিবার দলিতদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা ও সামাজিক ন্যায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন, ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি, ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়ন, ত্রিপুরা সভা সুন্দর উন্নয়ন সমিতি, ত্রিপুরা চর্ম শিল্পী সমিতি এবং ত্রিপুরা হরিজন উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে যৌথ কনভেনশনে এ কথা বলেন সংগঠনের নেতা সুধন দাস।

তিনি বলেন দেশের মানুষ চাইছে সংবিধান রক্ষা করার জন্য। কিন্তু এই সরকারের আমলে দলিত অংশের মানুষের বঞ্চনা দিন দিন বাড়ছে। শিক্ষা, অর্থনীতির সহ সমস্ত ক্ষেত্রে তপশিলি অংশের মানুষের সুযোগ সুবিধা কমিয়ে দিচ্ছে এই সরকার। কারণ কেন্দ্রীয় বাজেটে তাদের জন্য বরাদ্দ কমে গেছে। তাই এ পরিস্থিতিতে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গোৎসব উপলক্ষে ক্লাব গুলোকে নিয়ে প্রশাসনের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। আসন্ন শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে,সোনামুড়া মহকুমার এস ডি পি ও কর্তৃক, কলম চৌড়া থানায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং বক্সনগর এলাকার সমস্ত ক্লাব সংস্থা বারোয়ারী পূজা কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি দের নিয়ে আজ সন্ধ্যা ৫:৩০ মিনিটের জরুরী বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে কলমচৌড়া থানা এলাকার ২৬ টি ক্লাবের সভাপতি সেক্রেটারি উপস্থিত ছিলেন।কলমচৌড়া থানার ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ প্রশান্ত কুমার দে বলেন প্রশাসনিকভাবে ২০২৩ আসন্নদুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে শান্তির শৃঙ্খলা বজায় রেখে এবং প্রশাসনিক নিয়মাবলী পালন করে ক্লাব, কর্তৃপক্ষ অবশ্যই যাতে দুর্গোৎসব করে তার জন্য রাখেন। প্রশাসনিকভাবে চব্বিশটি নিয়মাবলী সুসম্পন্নভাবে পালন করায় অবশ্যই কর্তব্য ক্লাবগুলির। প্রত্যেক ক্লাব গুলিকে থানা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গুচরে আনতে হবে লিখিতভাবে।

পূজা কমিটির সদস্যদের বিবরণ থানা কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। চাঁদা আদায়ের জন্য রশিদ বই থানা থেকে সিলমোহর করে নিতে হবে। রশিদ বইয়ে সিগনেচার অবশ্যই সভাপতি সেক্রেটারীর সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা আদায় করা যাবে না জোরপূর্বক করে যদি সইচ্ছা দান করে তাহলে আর কোন কথাই নেই। চাঁদা দেয় এর নির্ধারিত সময় সকাল সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত। রাস্তায় কোন গাড়ি দাঁড়া করিয়ে চাঁদা আদায় করা যাবে না। জনগণের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে রাস্তার উপরে পূজা করা যাবে না। বৈদ্যুতিক ফায়ার সার্ভিস আগাম অনুমতি নিতে হবে। বিজয় দশমী করার জন্য আগাম অনুমতি নিতে হবে এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। পূজা চলাকালীন সময়ে শান্তি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কারীবাহিনীর সঙ্গে পূজা কমিটির যোগাযোগ রাখতে হবে রাখতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্ব এবং জরুংরি পরিষেবার মধ্যে পুলিশ থানার, ফায়ার সার্ভিস এর অ্যাম্বুলেন্সের নাম্বার, অবশ্যই ক্লাবগুলোর সামনে সাইনবোর্ড থাকতে হবে।

সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধের হুশিয়ারি গন্ডাছড়াবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ অক্টোবর।। নব নির্মিত রাস্তার বেহাল অবস্থা গন্ডাছড়া মহকুমা। নিম্ন মানের কাজের অভিযোগ দপ্তরের বিরুদ্ধে। নিত্য দুর্ভোগে পোহাতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। বিশেষ করে গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়নপুর ভিলেজের দেবনাথ পাড়া, মুসলিম পাড়া ও চৌকিদার পাড়ার রাস্তাগুলি ভেঙে চৌচির।

এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন মাত্র ছয় মাস আসে এই রাস্তা নির্মিত হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে নব নির্মিত রাস্তার এই দশা দেখে সাধারণ মানুষের মাথায় হাত। গত কয়েকদিন ধরে নিত্য ভোগান্তি শিকার আম জনতা। নজর নেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধির। রাস্তাগুলি গত ছয় মাস আগে পূর্ত দপ্তর থেকে সংস্কার করা হয়েছিল বলে খবর।

রাস্তা সংস্কারের সময় স্থানীয়রা বহুবার দাবি তুলেছিল নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। কোন এক অজ্ঞাত কারণবশত ঠিকাদারকে প্রশ্রয় দেওয়ায় রাস্তা ছয় মাসের মধ্যে ফের কঙ্কালসার অবস্থায়। মানুষ প্রতিদিন অত্যন্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করছে। রাস্তা দিয়ে রোগী নিয়ে যাতায়াত করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে এলাকাবাসীর। কিন্তু রাস্তাগুলি দিয়ে প্রতিদিন শত শত যাত্রী যাতায়াত করে। যেহেতু দপ্তর এবং এলাকার জনপ্রতিনিধি বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছে না, তাই এবার স্থানীয়রা সিদ্ধান্ত নিয়েছে দপ্তরকে রাস্তা সংস্কারের জন্য তিন দিনের সময়সীমা দেওয়া হবে।

নাহলে পথ অবরোধের শামিল হবে এলাকাবাসীরা। এমনটাই হুশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।